চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 118 Friday, 29 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা ❋ ১৫ চৈত্র, ১৪৩০ শুক্রবার, ২৯ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দেশের অর্থমন্ত্রী তিনি। তাঁরই অর্থের অভাবে ভোটে লড়াই করা হল না! তিনি খোদ নির্মলা সীতারমণ। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে এই বিষয়ে খোলসা করেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ২

ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) জোট বাঁধবে স্মার্ট ফোনের সঙ্গে। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে স্বচক্ষে দেখে চিকিসার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে চিকিসক মুঠোফোনে নিখুঁতভাবে জেনে নিতে পারবেন রোগীর শরীরগতিক।...বিস্তারিত পাতা ৩

কেন্দ্রে বেচারাম আদানী সরকার ও রাজ্যেও দুর্নীতির সরকার চলছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে নলহাটিতে প্রচার শুরু করলেন জোট প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী মিল্টন রসিদ।...বিস্তারিত পাত ৫

রিঙ্কু সিং বনাম যশ দয়াল? কেকেআর বনাম আরসিবি? ফাফ দু'প্লেসি দলবল নিয়ে নামবেন ঘরের মাঠে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রানের ফোয়ারা ছুটবে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## আবাস এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে বিজেপিকে ফের তোপ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ আবাস এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, প্রায় দু'সপ্তাহ, ৩৫০ ঘণ্টা হয়ে গেল। কিন্তু বিজেপি এখনও আবাস এবং ১০০ দিনের কাজ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এগিয়ে এল না। কিছুদিন আগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে রেড রোডে ধর্নায় বসেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মঞ্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা রাজ্য সরকারই দেবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি। এমনকী ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে গত বছর রাজধানী দিল্লিকে গিয়ে আঃেদালন কর্মসূচি করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে করে জব কার্ড হোল্ডারদেরও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কৃষিভবন থেকে অভিষেকদের টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারপর রাজ্যে ফিরে এসে রাজভবন সংলগ্ন এলাকায় ধরনায় বসেন অভিষেক। পরে এই বিষয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনঃ দ বোসের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি।

## প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেশের ৬০০ আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বিভন্ন প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছে। বিশেষত রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলিতে। এই অভিযোগ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখলেন গোটা দেশের ৬০০ আইনজীবী। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী হরিষ সালভে এবং পিঙ্কি আনন্দ। জানা গিয়েছে, ওই চিঠিতে নাকি বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং বিচার প্রক্রিয়ার উপর যে আস্থা রয়েছে একাধিক পদক্ষেপে তা ভাঙার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আইনজীবীদের অভিযোগ, ওই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী প্রচার চালাচ্ছে যে বিচার বিভাগের সোনালি অধ্যায় শেষ হয়েছে, বর্তমানে তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর। এদের উদ্দেশ্যই হল আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করা। প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা এবং কৌশল অনুযায়ী বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তগুলির নিন্দা কিংবা প্রশংসা করছে। ৬০০ আইনজীবীর চিঠিতে সরাসরি বলা হয়েছে, 'স্বার্থান্বেষী আইনজীবী দিনের বেলা রাজনীতিবিদদের রক্ষা করছে, রাতে মিডিয়ার মাধ্যমে আদালত তথা বিচাপতিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে।' আরও বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদরা দুর্নীতির অভিযুক্ত হলে রক্ষা পেতে আদালতে আসছেন। আদালতের সিদ্ধান্ত তাঁদের বিরুদ্ধে গেলেই বিচার বিভাগের সমালোচনা করছেন। অনেকে আবার সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিচারপতিদের চাপে ফেলার কৌশল নিচ্ছেন বলে চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের এমন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক সুপ্রিম কোর্ট, আর্জি জানিয়েছেন আইনজীবীরা। বলা বাহুল্য, লোকসভা ভোটের আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে লেখা গোটা দেশের আইনজীবীতদের এমন চিঠি তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, নির্বাচনী বন্ড, কমিশনার নিয়োগ-সহ একাধিক মামলা রয়েছে শীর্ষ আদালতে। প্রত্যেকটি মামলা আগামী লোকসভা ভোটের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সম্পর্কিত।

### সমালোচনায় সরব গোটা রাজ্য

## মমতার মৃত্যু কামনা! অভিজিতের বিরুদ্ধে কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ** দিলীপ ঘোষের পর এবার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু কামনা করেছেন হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। তৃণমূলের দাবি, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু কামনা করছেন তাদের প্রার্থী। ফলে অভিজিতের প্রার্থীপদ খারিজ করার দাবি নিয়ে কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার একটি দীর্ঘ টুইট করে তৃণমূল। তারাই অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাকারের একটি অংশ টুইট করেন। তাতেই তমলুকের বিজেপি প্রার্থীকে বলতে শোনা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হচ্ছে মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছে। তাঁর এহেন মন্তব্যেই তীব্র আপত্তি তৃণমূলের। সমালোচনায় সরব হয়েছে তাঁরা। তৃণমূলের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু কামনা করেছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এটা গণতন্ত্রের লজ্জা। এর পরই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাদের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী ভেবে দেখুন, কোন কোন দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনকে নিজের পরিবারের সদস্য করছেন! দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু কামনা করার জন্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাই চাইছে তৃণমূল।

রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজার খোঁচা, বিজেপির সংস্কৃতি দ্রুত রপ্ত করেছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রার্থীপদ খারিজের দাবিও উঠেছে। তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। বৃহস্পতিবার এর কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিষয়টি নিয়ে শশী বলেন, 'বিজেপি নেতানেত্রীদের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ যে হারে তলানিতে গিয়ে ঠেকছে, তা সত্যিই লজ্জার! বাংলার মানুষই এর জবাব দেবেন! মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে নক্কারজনক মন্তব্য করেছেন, তার ধিক্কার জানাই।'

সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমকে প্রচারের মাঝে সাক্ষাকার দিয়েছিলেন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময়ই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুঘণ্টা বাজা' নিয়ে মন্তব্য করেন। সেই সাক্ষাৎকারের ৬ সেকেন্ডের অংশ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনী কমিশন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করেছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রাক্তন বিচারপতির তব্র নিন্দা করে জানিয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে জবাব দেবেন।

## 'মেহনত করে বিশ্বকাপ জিতেছি', অধীরের অভিযোগে 'পুল শট' ইউসুফের

**দুরন্ত বার্তা,বহরমপুর, ২৮ মার্চ ঃ** ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। কারণটা ছিল, পাঠানের হয়ে প্রচারে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই ছবিতে ছিলেন শচীন তেন্ডুলকরও। যার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনে নালিশও করে কংগ্রেস। বিষয়টি জানতে পেরেই পাল্টা দিলেন ইউসুফ পাঠান। বললেন, অনেক মেহনত করে বিশ্বকাপ পেয়েছি। হাতে বিশ্বকাপ, পাশে শচীন তেন্ডুলকার। ইউসুফ পাঠানের এহেন ছবিতে ভরে গিয়েছে বহরমপুর লোকসভা এলাকা। ওই ছবিতেই দানা বেঁধেছিল বিতর্ক। বহরমপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের ভোট প্রচারে ওই ছবি ব্যবহারের বিরোধিতায় সরব হয় বিরোধীরা। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে কমিশনকে অভিযোগ জানায় কংগ্রেস এবং বিজেপি। এ বিষয়ে

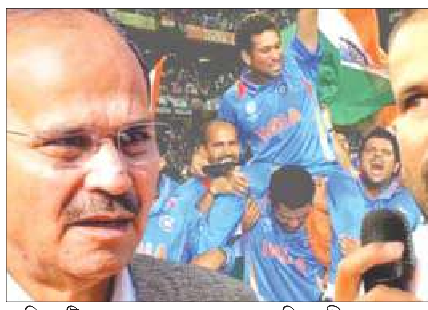

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ওইভাবে ছবি ব্যবহার করা যায় না। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করা হয়েছে। সে কারণেই নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকেও একই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি (দক্ষিণ ) শাখারভ সরকার বলেন, তৃণমূল নির্বাচনী বিধি নিষেধ মানছে না। সেই কারণে অন্যান্য ক্রিকেটারদের ছবি এবং বিশ্বকাপের ছবি ব্যাবহার করে প্রচার করছে। নির্বাচন কমিশনের উচিত ছবিগুলি এখনই খুলে ফেলা।

এ বিষয়টি শুনে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান বলেন, তিনি অনেক মেহনত করে বিশ্বকাপ পেয়েছেন। তাঁর বহু ভক্ত রয়েছে সারা দেশে। তাঁদের অধিকার রয়েছে ওই ছবি ব্যবহার করার। কিন্তু কান্দির কোথায় কীভাবে ছবি দেওয়া হয়েছে সেটা তিনি জানেন না বলেই দাবি তাঁর। কিন্তু তাঁর অনুমতি নাকি নেওয়া হয়নি। এবিষয়টি নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই দেখবে বলেই জানান ইউসুফ পাঠান। অন্যদিকে বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, ইউসুফ পাঠান বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ের একজন সদস্য। কিন্তু ইউসুফ পাঠানের কোনও ছবি নিয়ে কারও যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই তাঁরা জানাবেন। তৃণমূল এমন কিছু করবে না যাতে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয়।

## যুদ্ধের আবহে দিল্লিতে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যেই ভারত সফরে এলেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা। দুদিনের জন্য সফরে এসেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করবেন কুলেবা। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের মিত্র দেশ হিসাবে পরিচিত রাশিয়া। যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার মিত্র দেশে দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর থাকবে আন্তর্জাতিক মহলের। যুদ্ধ থামিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাক রাশিয়া-ইউক্রেন, বারবার এই বার্তা দিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবারও একটি অনুষ্ঠানে জয়শংকর বলেন, যুদ্ধের কোনও সমাধান হয় না। যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না। ভারত এমন একটা দেশ যার কাছে সুযোগ রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলার। আমরা ইউক্রেন ইস্যু নিয়েও তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিদেশমন্ত্রী সাফ জানান, দিল্লি চায় সংঘর্ষ থামিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে। এহেন পরিস্থিতিতেই দুদিনের ভারত সফরে এলেন কুলেবা। শুক্রবার ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। সুপার স্পাই, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও আলাদা করে কুলেবার বৈঠকে বসার কথা আছে। তাছাড়াও এই সফরে এসে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল দর্শন করবেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী। উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার দুদেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি মাসেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন মোদি। ভারত যেভাবে ইউক্রেনের জন্য মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন জেলেনস্কি। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেন দ্রুত যুদ্ধ মেটানো যায়, সেই নিয়েই কথা হয় তাঁদের মধ্যে। লোকসভা নির্বাচনের পরে মোদিকে ইউক্রেনে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন জেলেনস্কি। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতে এসে কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন ইউক্রেনে বিদেশমন্ত্রী? কীভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন দুই দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে ভারত?

## ব্যাড হোমওয়ার্ক', কৃষ্ণচন্দ্রর পরিচয় নিয়ে মোদীকে খোঁচা মহুয়ার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ** ঃ সমাজ সংস্কার রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে গুলিয়ে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনটাই দাবি করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। কৃষ্ণনগরের পদ্ম-প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে ফোনালাপের সময় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে 'সমাজ সংস্কারক' বলে উল্লেখ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। যা নিয়ে মহুয়ার খোঁচা, ব্যাড

হোমওয়ার্ক। মঙ্গলবার রাতে কৃষ্ণনগরের ' পদ্ম-প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। দুজনের ফোনালাপের একটি অংশ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন মহুয়া। যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমাজ সংস্কার, বাংলার উন্নয়নের কথা শুনতাম। তাঁর কথা আমাদের পড়ানো হত। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে বৃহস্পতিবার মহুয়া এক্স হ্যান্ডলে দাবি করেছেন, দুঃখজনকভাবে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে গুলিয়ে ফেলেছেন মোদী। কৃষ্ণনগরের প্রার্থীর উচিত তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা। এর পরই মহুয়ার খোঁচা, বিজেপি বাংলার লজ্জা। প্রধানমন্ত্রীজি ব্যাড হোম ওয়ার্ক। ইডির তলব পেয়েও দিল্লি যাচ্ছেন না কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। সংসদে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় বৃহস্পতিবার মহুয়াকে দিল্লির ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, এদিন সকালে তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে জানান যে দিল্লি। নির্বাচনী প্রচারে যাবেন নদিয়ার কালীগঞ্জে। ফলে এবারও তিনি হাজিরা এড়ালেন বলেই মনে করা হচ্ছে। সংসদে টাকার বিনিময়ে আদানি বিরোধী প্রশ্ন তোলার অভিযোগে খারিজ হয়েছে মহুয়ার সাংসদ পদ। এনিয়ে তদন্ত করছে ইডি। আর সেই মামলায় এর আগে মহুয়া মৈত্রকে দিল্লির দপ্তরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। বেশ কিছু নথিপত্র চেয়ে তাঁকে তলবও করা হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু হাজিরা এড়িয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী। সাংসদ পদ বাতিল হয়ে গেলেও কৃষ্ণনগর জিততে তৃণমূল ফের ঝাঁজালো, দাপুটে মহুয়াতেই আস্থা রেখেছে। চব্বিশের লোকসভা ভোটেও তাঁকে এখানকার প্রার্থী করা হয়েছে। আর ভোট প্রচারে ব্যস্ত মহুয়াকেই বৃহস্পতিবার দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। শুধু মহুয়াই নয়, একইসঙ্গে তলব করা হয়েছে তাঁর ব্যবসায়ী ' দর্শন হীরানন্দানিকেও। দুজনকে সামনাসামনি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দিল্লি যাচ্ছেন না বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়ে দিয়েছেন মহুয়া নিজেই। বৃহস্পতিবার তাঁর সারাদিনের কর্মসূচির কথাও জানিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিন তিনি কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন কালীগঞ্জে। সেখানকার নয়াচর গ্রাম ও আশেপাশের এলাকায় প্রচার করবেন। রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। সেসব কাজে ব্যস্ত থাকায় আজ দিল্লি যাচ্ছেন না।

## কর্মরত সাংবাদিকের সঙ্গে কল্যাণের 'অভব্য আচরণের' নিন্দা অমিতের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ** ঃ কর্মরত এক মহিলা সাংবাদিকের প্রতি সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভব্য আচরণের নিন্দা করলেন বিজেপি-র তরফে পশ্চিমবঙ্গে দলের সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। এক্স হ্যান্ডলে ভিডিও পোস্ট করে অমিতবাবু লিখেছেন, তৃণমূল সাংসদ মহুযা.মৈত্র বাংলায় সাংবাদিকদের গালাগালি করার পরে, এখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালা। নোংরা মুখের এই সাংসদ উপরাষ্ট্রপতিকে উপহাস করেছিলেন। কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে অশ্লীলতা ছুঁড়ে দিলেন কল্যাণবাবু। পশ্চিমবঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মরীচিকা। তৃণমূলের কারও প্রতি শ্রদ্ধা নেই! সেইসঙ্গের ভিডিও-র কথোপকথনে দেখা যাচ্ছে এক সাংবাদিক দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর নির্বাচন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরের জন্য কল্যাণবাবুর দিকে বুম বা।িয়েছেন। ব্যস্ত কল্যাণবাবু তাতে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে, আঙুল তুলে সেই সাংবাদিককে ভর্সনা করছেন।

## পাহাড়ে শক্তিবৃদ্ধি ইন্ডিয়া জোটের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ পাহাড়ের রাজনীতি নয়া চমক। এবার সরাসরি ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিল অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে গিয়ে ইন্ডিয়া জোটে যোগদানের কথা ঘোষণা করলেন অজয়। একই সঙ্গে সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিলেন ভারতীয় গোর্খা পরিসঙ্ঘ নেতা মুনিশ তামাং। দ্রুত বদলাচ্ছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ! বিশেষ করে বিনয় তামাংয়ের যোগের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে যেন প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাচ্ছে কংগ্রেস। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই অজয় এডওয়ার্ডের কংগ্রেসের হাত ধরা নিয়ে জল্পনা ছিল। শোনা যাচ্ছিল, বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে পাহাড়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ল।তে পারেন অজয়।

## আদালতে মুখ খুললেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ কথা মতোই দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে নিজের গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার আদালতে নিজের গ্রেফতারি ও আবগারি দুর্নীতি মামলা নিয়ে বিবৃতি দেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছেন, তাঁর গ্রেফতারের পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, মামলায় মানুষজনকে 'রাজসাক্ষী' করা হচ্ছে এবং তাঁদের বক্তব্য পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের সামনে নির্বাচনী বন্ডের বিষয়েও বিবৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিজেপি অর্থ পাচ্ছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে ইডি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করেছে ইডি। ক৷া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হয়। এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনিতাও। কেজরিওয়ালকে যখন আদালতের ভিতরে কোর্ট রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সবটাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং জনগণ এর জবাব দেবে। এরপর বিচারপতির সামনেও মুখ খুলেছেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল বলেছেন, ২০২২ সালের ১৭ আগস্ট সিবিআই এফআইআর দায়ের করেছিল এবং ২০২২ সালের ২২ আগস্ট ইডির পক্ষ থেকে ইসিআইএর দায়ের করা হয়েছিল। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনও আদালত আমাকে দোষী প্রমাণ করতে পারেনি। আমি জানতে চাই কেন আমাকে গ্রেফতার করা হলো? চার জনের চারটি জবানবন্দিতে আমার নাম প্রকাশ্যে এসেছে। কেজরিওয়াল এদিন আদালতে নিজের বিবৃতিতে দাবি করেছেন, তিনি মণীশ সিসোদিয়াকে কিছু নথি দিয়েছেন।

## খোলা চিঠি বরুণ গান্ধীর

পিলভিট, ২৮ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের পিলভিট আসন থেকে টিকিট দেওয়া হয়নি বরুণ গান্ধীকে। পিলভিট থেকে টিকিট না দেওয়ায় এই প্রথম মুখ খুললেন মানেকা-পুত্র। পিলভিট থেকে টিকিট না পেয়ে পিলভিটের জনতার প্রতি এক আবেগঘন চিঠি লিখলেন মানেকা গান্ধীর পুত্র বরুণ। বরুণ লেখেন, মাত্র ৩ বছর বয়সে তিনি প্রথম পিলভিটে পা রাখেন। মায়ের হাত ধরে প্রথম পিলভিটে আসেন তিনি। এরপর ক্রমাগত পিলভিট তাঁর কর্মস্থল হয়ে ওঠে। পিলভিট যে শুধু তাঁর কর্মস্থল, এমন নয়। সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। তাঁর পরিচয় তৈরি করেছে পিলভিট। পাশাপাশি তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও হয়ে উঠেছে পিলভিট। পিলভিটের মানুষের জন্য কাজ করতে পেরে তিনি ধন্য। পিলভিটের মানুষ তাঁর জীবনের অঙ্গ বলেও নিজের খোলা চিঠিতে বলেন বরুণ। এসবের পাশাপাশি বরুণ গান্ধী নিজের খোলা চিঠিতে আরও বলেন, পিলভিটের সাংসদ হিসেবে, তাঁর কার্যকাল শেষের মুখে। কিন্তু পিলভিটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনও শেষ হবে না বলেও মন্তব্য করেন বরুণ গান্ধী। পিলভিটের বিদায়ী সাংসদ লিখছেন,' আপনাদের স্বার্থকেই সবচেয়ে আগে রেখেছি আমি।' এরই সঙ্গে তাঁর আবেগঘন বার্তা,' সাংসদ হিসেবে না হলেও পিলভিটের ছেলে হিসেবে আমি সারাজীবন আপনাদের সেবা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আপনাদের জন্য আমার দরজা সবসময়.খোলা থাকবে...আগের মতোই।

## বেকারত্বের সমাধান সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, ভোটের মুখে উপদেষ্টার মন্তব্যে অস্বস্তিতে মোদী

**নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ** লোকসভা ভোটের মুখে দেশে বেকারত্বের পরিসংখ্যান নিয়ে অস্বস্তিতে শাসক দল বিজেপি। আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলেই দেশে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। এর মধ্যেই মোদি সরকারকে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে ফেলে কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরণের মন্তব্য করেছেন, বেকারত্বের মতো সমস্যার সমাধান সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ভারতের বেকার সমস্যা নিয়ে একটি যৌথ রিপোর্ট পেশ করেছে বুধবার। ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, দেশের বেকারদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকদের অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে। এই শতাব্দীর শুরুতে দেশের বেকারদের মধ্যে শিক্ষিত যুবসমাজের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫.৭ শতাংশ। বর্তমানে দেশের বেকারদের মধ্যে ৭৬.৭ শতাংশ শিক্ষিত যুবক এবং ৬২.২ শতাংশ শিক্ষিত যুবতী। এই 'ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট-২০২৪' প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেঃেদ্রর মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা নাগেশ্বরণ। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে নাগেশ্বরণ বলেন, সব রকমের সামাজিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে পারে না সরকার। এমনটা ভাবাও উচিত নয়। আরও বলেন, বেকারত্বের রোগ নির্ণয় করা সহজ হলেও তার সমাধান করা কঠিন কাজ। নাগেশ্বরণের মন্তব্য সামনে রেখে সরব হয়েছে বিরোধীরা। তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, কাজের সুযোগ তৈরির কোনও পরিকল্পনা এই সরকারের। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী

তথা কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমও। তিনি কটাক্ষ করেন, এই সরকারের বাস্তব অবস্থান স্বীকার করেছেন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা। সেক্ষেত্রে বিজেপিকে গদি ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রবীণ নেতা। একদিন আগেই রঘুরাম রাজন বলেছিলেন, ভারতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু সেটা তখনই কাজে আসবে যখন সেই কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের ভালো কাজের সুযোগ তৈরি করা যাবে। তাঁদের জন্য আরও চাকরির ব্যবস্থা করা যাবে। সমস্যা হল, এখানেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। আরবিআইয়ের প্রাক্তন গভর্নরের সেই বক্তব্য যে বিন্দুমাত্র অতিকথন নয়, তা গতকাল প্রকাশিত পরিসংখ্যানে স্পষ্ট হয়েছে। যদিও ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদী বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কখনই পূরণ হয়নি। উল্টে আবারও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। তাই প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদীজি কি প্রতিবারই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে চলবেন। কেউ কিছু জানতে পারাবে না। কিন্তু না তা হল না, তারই সরকারের এক ব্যক্তি স্পষ্ট করে সবটাই বলে দিলেন। স্তর সেখানেই বিপদ বাড়লো কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের।

# উত্তরাখণ্ডের কংগ্রেস নেতা হরক সিংকে ফের ডেকে পাঠাল ইডি, ২ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ

দেহরাদুন, ২৮ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন বনমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা হরক সিং রাওয়াতকে ফের ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী ২ এপ্রিল হরক সিং রাওয়াতকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে পাঠানো সমন উপেক্ষা করেছিলেন হরক সিং রাওয়াত। তাই তাঁকে ফের নতুন করে সমন পাঠানো হয়েছে।ইডি সূত্রের খবর, জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কের পাখরো রেঞ্জ কেলেঙ্কারিতে অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন বনমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা হরক সিং রাওয়াত। সেই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই হরককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ইডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২ এপ্রিল হরক সিং রাওয়াতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

# ২৪ মার্চ আত্মহত্যার চেষ্টা! ২৮ তারিখ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু এরোডের সাংসদ গণেশমূর্তির

এরোডে, ২৮ মার্চ ঃ অকালেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল তামিলনা।ুর এরোডের এমডিএমএকে সাংসদ গণেশমূর্তির। গত ২৪ মার্চ তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৫.০৫ মিনিট নাগাদ গণেশমূর্তির মৃত্যু হয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করায় গত ২৪ মার্চ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, ২৮ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।দলীয় সূত্রের খবর, গত ২৪ মার্চ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন এরোডের এমডিএমকে সাংসদ গণেশমূর্তি। তাঁকে সঙ্কটজনক অবস্থায় কোয়েম্বাটুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে করে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

# দিল্লি হাইকোর্টে স্বস্তি পেল এএপি, মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কেজরিওয়ালকে অপসারণের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ দিল্লি হাইকোর্টে বাস। স্বস্তি পেল আম আদমি পার্টি, স্বস্তি পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। কেজরিওয়ালকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের জন্য দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জমা প।ছিল। বৃহস্পতিবার সেই জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এ বিষয়ে বিচারব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করবে না।কিছুদিন আগে আবগারি নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছে ইডি। এরপর থেকেই কেজরিওয়ালকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছিল বিজেপি। তা সত্ত্বেও ইডি-র হেফাজতে থেকেই একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছিলেন কেজরিওয়াল। এই পরিস্থিতিতে কেজরিওয়ালকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের জন্য দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, এ বিষয়ে বিচারব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করবে না।

# বিহারে লোকসভা ভোটে ভালো ফল নিয়ে আশাবাদী এনডিএ শিবির উপেন্দ্র

পাটনা, ২৮ মার্চ ঃ বিহারে লোকসভা ভোটে বিজেপির ভালো ফল নিয়ে আশাবাদী এনডিএ শিবির, উপেন্দ্র কুশওয়াহা হোক অথবা সম্রাট চৌধুরী সবাই বিশেষ উসাহী। ভালো ফল নিয়ে আশাবাদী চিরাগ পাসওয়ানও। লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার সভাপতি উপেন্দ্র কুশওয়াহা বলেছেন, আমরা ১০০ শতাংশ প্রস্তুত। বিহার এবং সমগ্র দেশের মানুষ এনডিএ-কে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে... আমি মুখ্যমন্ত্রীর (নীতীশ কুমার) সঙ্গে দেখা করেছি, যিনি এনডিএ জোটের একজন বড় নেতা। আমরা নির্বাচনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি।আবার বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সম্রাট

# অর্থমন্ত্রীর পকেট শূন্য!ভোটে লড়ছেন না নির্মলা ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে তোপ বিরোধীদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের অর্থমন্ত্রী তিনি!তারই অর্থের অভাবে ভোটে লড়াই করা হল না! এমনটা আর কেউ নন, জানিয়েছেন খোদ নির্মলা সীতারমণ। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে এই বিষয়ে খোলসা করেন তিনি। জানান, বিজেপির তরফ থেকে তাঁকে প্রার্থী হতে বলা হয়েছিল । কিন্তু প্রয়োজনায় টাকা না-থাকায় নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দেশের সব দলই নির্বাচনী বন্ডের সুবিধা নিয়েছে। তাই কারও অভিযোগ করা উচিত নয় বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী। এভাবেই কংগ্রেস-সহ বাকি দলগুলিকে আক্রমণ করেন নির্মলা।তাঁর কথায়, দলীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আমায় অন্ধ্রপ্রদেশ অথবা তামিলনাড়ু থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়তে বলেছিলেন। প্রায় সপ্তাহখানেক ভাবনা চিন্তা করে আমি তাঁকে জানাই নির্বাচনে লড়ব না। ভোটে দাঁড়াতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমার কাছে নেই । তাছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাড়ু কোনও জায়গারই আবহাওয়া আমার ভালো লাগে না।পাশাপাশি এই দুটি রাজ্যের কোনও আসন থেকে নির্বাচনে লড়লে আরও বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে তাঁকে দাঁড়াতে হবে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন । এরপরই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, দেশের অর্থমন্ত্রীর ভোটে লড়ার অর্থ নেই, এটা কেমন করে সম্ভব ! নির্মলার সাফ জবাব, আমার বেতন বা অন্য সূত্র থেকে হওয়া রোজগার সেটা একান্তই আমার । এই বক্তব্য থেকেই নির্মলার বক্তব্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে ।ইতিমধ্যেই দেশের অর্থমন্ত্রীকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি। তাঁর পাশাপাশি মোদি মন্ত্রিসভার আরও কয়েকজন সদস্যকেও রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি । তার মধ্যে পীযূষ গোয়েল, ভূপেন্দ্র যাদব, রাজীব চন্দ্রশেখর, মুকেশ মান্ডব্য, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আসন্ন নির্বাচনে লড়ছেন । তবে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন না নির্মলা ।

# বাংলার জন্য বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক প্রাক্তন আইপিএস অনিল কুমার শর্মাকে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটে বাংলায় বিশেষ নজর নির্বাচন কমিশনের। বাংলায় নিয়ে আসা হচ্ছে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অনিলকুমার শর্মাকে লোকসভা ভোটে বাংলার জন্য বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন।নির্বাচনের প্রেক্ষিতে গোটা রাজ্যের জন্য বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হলেন অনিল কুমার শর্মা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্বভার নেবেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অনিল কুমার শর্মা এক সময়ের দুঁদে অফিসার ছিলেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, এবার আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোনও রকম আপোশ করা হবে না। সেই জন্য নির্বাচনের বেশ কয়েকদিন আগে অনিল কুমার শর্মার মতো অভিজ্ঞ প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে রাজ্যে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হল ।লোকসভা নির্বাচনের জন্য সারা দেশ জুড়ে নিয়োগ করা হয়েছে মোট ২ হাজার ১০০ পর্যবেক্ষক। এই পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ ও ফাইন্যান্স পর্যবেক্ষক। লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় নিয়ে কড়া নজরদারি চালাবেন এই দুই হাজার ১০০ জন পর্যবেক্ষক। ১৭ তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে আর মাত্র বাকি হাতে গোনা কয়েকদিন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে ঘুরে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সবদিক থেকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করে তুলতে এইবার একাধিক পদক্ষেপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেগুলি এই লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেই একবারেই নতুন।বুধবারই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দিল্লির প্রধান কার্যালয়ে পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। মূলত বিভিন্ন বিভাগের আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠকে বসেছিলেন রাজীব কুমার। বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভোটে নজরদারির জন্য সারা দেশ জুড়ে ৯০০ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক যুক্তঃ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও ৪৫০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে যুক্ত করা হয়েছে এবং ৮০০ জন অতিরিক্তঃ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে।

# ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে বলায় হুমকি পেলেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ-ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ দূত। গত মঙ্গলবার তিনি একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তাতে তিনি বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে বলে বিশ্বাস করার যৌক্তিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এরপরই তিনি হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন।জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ফ্রান্সেস্কার উপস্থাপন করা প্রতিবেদনের শিরোনাম ‘ অব জেনোসাইড’। এ প্রতিবেদনকে চূড়ান্তভাবে খারিজ করে দিয়েছে ইসরায়েল। এরপর গতকাল বুধবার হুমকি পাওয়ার কথা জানান এ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ।ন্ডনিজের এ কাজের কারণে হুমকি পেয়েছেন কি না, জানতে চাইলে ফ্রান্সেস্কা বলেন, ‘ আমি হুমকি পেয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত আমি অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করিনি। আর চাপের কথা বললে, সেটা আছে। তবে তা কাজের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি কিংবা কাজের ফলাফল কোনোটাই বদলাতে পারবে না।’ফ্রান্সেস্কা ২০২২ সাল থেকে জাতিসংঘের বিশেষ দূতের দায়িত্ব পালন করছেন। তবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যায়-এমন প্রতিবেদন প্রকাশের পর কী ধরনের হুমকি পেয়েছেন, সেটা খুলে বলেননি তিনি। এমনকি কে হুমকি দিয়েছে, সেটাও প্রকাশ করেননি এ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ।ফ্রান্সেস্কা বলেছেন, ‘ খুব কঠিন একটি সময়। কাজের শুরুর দিক থেকেই আমি নানাভাবে আঘাতের শিকার হয়েছি।’ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ফ্রান্সেস্কার প্রতিবেদন খারিজ করে বলা হয়েছে, ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের বৈধতাকে খারিজ করার চেষ্টা করেছেন এ বিশেষজ্ঞ। যদিও এমন অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন ফ্রান্সেস্কা।

# কলকাতা বিমানবন্দরে গুলি,নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে মৃত জওয়ান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা বিমানবন্দরে চলল গুলি। বৃহস্পতিবার কাকভোরের এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় বিমানবন্দর চত্বর। পর মুহূর্তেই জানা যায়, নিজের কাছে থাকা রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন সিআইএসএফ জওয়ান। তিনি নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। গুলি লেগেছে জওয়ানের গলায়।সূত্রের খবর, ঘটনার পরেই খবর যায় পুলিশে। চিনার পার্কের কাছে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ওই জওয়ানকে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের নাম সি বিষ্ণু (২৫)। তাঁর বাড়ি তেলঙ্গানায়। ২০২২ থেকে সিআইএসএফ-এ কর্মরত ছিলেন তিনি।জানা গেছে, এদিন ভোর ৫টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরের ৫ নম্বর গেটের কাছ থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। কর্মরত সিআইএসএফ কর্মী থেকে শুরু করে সকলেই ছুটে যান সেদিকে। সিআইএসএফ জানাচ্ছে, ৫ নম্বর গেটের কাছে যে টাওয়ার সেখান থেকেই গুলির আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। কর্মীরা টাওয়ারে উঠে দেখেন তাঁদেরই এক সহকর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পাশেই পড়ে রয়েছে তাঁর সার্ভিস রাইফেল। তড়িঘড়ি তাঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিআইপি রোডের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।সিআইএসএফ কর্মীরা জানিয়েছেন, মনে করা হচ্ছে বিষ্ণু সার্ভিস রাইফেল থেকে নিজের থুতনির নীচে গুলি করেছিলেন।এদিনের ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বিমানবন্দরে চত্বরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন সিআইএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিমানবন্দর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ২০২২ থেকে সিআইএসএফ-এ কর্মরত ছিলেন ওই জওয়ান। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।বছর দুয়েক আগেও কলকাতা বিমানবন্দরে এমন ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়ও কর্তব্যরত এক সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। জানা যায়, মৃত ওই সিআইএসএফ জওয়ানের নাম ছিল পঙ্কজকুমার দে। কর্মরত অবস্থায় নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। বিমানবন্দরের বেসমেন্টের শৌচালয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

# মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুরুচিকর ভাষা, দিলীপের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার জেরে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল। বুধবার দুর্গাপুর থানায় দিলীপের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করার অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। অভিযোগকারিণী দুর্গাপুরেরই বাসিন্দা। ঘটনাচক্রে, যে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন থেকে এ বার বিজেপি প্রার্থী হিসাবে লড়াই করতে চলেছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। সেই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার ফাঁড়িতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের তৃণমূল আইনজীবী সেলের আইনজীবীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ এবং ৫০৯ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবব্রত সাঁই অভিযোগ করেন, দিলীপ ঘোষ সবসময়ই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এর আগেও কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন দিলীপবাবু। মঙ্গলবার দুর্গাপুর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পিতৃপরিচয় নিয়ে বেলাগাম মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলেও তারা আশাবাদী আইনজীবীরা। অন্য এক আইনজীবী বলেন, আমাদের মনে হয় দিলীপ ঘোষ বারবার বিতর্কিত কথা বলেন । সংশোধনের জন্য তাঁকে একবার সংশোধনাগারে পাঠানো উচিত। তিনি যদি এরপরে সংযত না-হন, তাহলে তাঁকে কী করে সংশোধনাগরে পাঠাতে হয় তা আমরা জানি।দিলীপ ঘোষকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আইনজীবীরা। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবী বৈশাখি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, দেশের মহিলাদের কাছে আইকন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন একজন সাংসদ, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক । আমরা মনে করি দিলীপ ঘোষ ভোটে জেতার অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ এরপর সাধারণ মানুষ ভাববেন, এই ধরনের মানুষকে যদি ভোটে জেতানো হলে মহিলাদের প্রতি কী ধরনের আচরণ করতে

# আরাবুলের মেয়ের বাড়িতেই চুরি,গায়েব লক্ষাধিক ক্যাশ-গয়না

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আরাবুল ইসলামের মেয়ের বাড়িতে চুরি। বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশকে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রশাসনের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে, জানান আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল ইসলাম।ভাঙড় এলাকার দাপুটে নেতা আরাবুল। কিন্তু আপাতত তিনি জেলবন্দি। সেই সুযোগে ঘটে গেল এই চুরির ঘটনা। জানা গিয়েছে,গত বুধবার আরাবুলের মেয়ের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে লন্ডভন্ড করে দুষ্কৃতীরা। পর পর পাঁচটি ঘরে হানা দেয়। আলমারি খুলে গয়না, নগদ ও কিছু নথি নিয়ে চম্পট দেয়। আরাবুলের পরিবার এই ঘটনাকে স্রেফ চুরি বলতে নারাজ, এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে বলে দাবি তাদের।এ প্রসঙ্গে আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল জানিয়েছেন, বড়সড় ক্রাইম হয়েছে। ৫টি ঘরের আলমারিতে লুটপাট হয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী ও ৭০-৮০ হাজার টাকা নগদ চুরি গিয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল তদন্তে নেমেছে। তাদের দাবি, ডাকাতি নয়, চুরির ঘটনা ঘটেছে। ছিঁচকে চোরের দল বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চুরি করেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আরাবুলের মতো দাপুটে নেতার মেয়ের বাড়িতে চুরির ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

# রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন দাখিলের কাজ শুরু, এই পর্বে ভোট ২৬ এপ্রিল

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃলোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি বৃহস্পতিবার জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে মনোনয়ন দাখিলের কাজ। এই দফায় পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট আসনে ভোট নেওয়া হবে আগামী ২৬-শে এপ্রিল। মনোনয়ন পেশের সময়সীমা শেষ হচ্ছে ৪ এপ্রিল। ৫ এপ্রিল জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ৮ এপ্রিল।এ রাজ্যের ৩-টি সহ মোট ৮৯-টি আসনে দ্বিতীয় দফায় ভোট নেওয়া হবে। প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলি আজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করা যাবে ৩০-শে মার্চ পর্যন্ত। প্রথম দফায় ১৯-শে এপ্রিল ভোট নেওয়া হবে এরাজ্যের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার সহ দেশের মোট ১০২-টি লোকসভা আসনে।

# দিল্লিতে শুরু সেনা কমান্ডারদের সম্মেলন, ২ এপ্রিল বক্তব্য রাখবেন রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ দিল্লিতে বৃহস্পতিবার অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে সেনা কমান্ডারদের সম্মেলন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারণা, সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ প্রদান করে। সেনাবাহিনী যাতে প্রগতিশীল, দূরদর্শী, এবং ভবিষ্যতের জন্য সব দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে, তা সুনিশ্চিত করাও এর লক্ষ্য। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আগামী ২ এপ্রিল শীর্ষস্থানীয় সেনা আধিকারিকদের এই সম্মেলনে ভাষণ দেবেন।সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে এই কমান্ডের সদর দফতরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন। এই সম্মেলনে একাধিক অধিবেশন থাকছে। পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হবে। সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তব্য রাখবেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল আর. হরিকুমার এবং বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি. আর. চৌধুরী। সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধর আরামানে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা।

# অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু সহ পাঁচ

ইটানগর, ২৭ মার্চ ঃ অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু সহ পাঁচজন। কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি প্রার্থী পেমা খান্ডু মুক্তো বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার পথে। এছাড়া পাপুমপারে সহ আরও কয়েকটি জেলায় উল্লেখযোগ্যভাবে বিরোধী প্রার্থী না থাকায় ক্ষমতাসীন দলের চার বিজেপি-প্রার্থীর সম্ভাব্য জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে।তাঁদের মধ্যে সাগালি থেকে রাতু তেচিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত করতে চলেছেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনও বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন জমা না দেওয়ায় বিজেপি মুক্তো, সাগালি সহ অন্য নির্বাচনী এলাকায় ক্লিন সুইপ করা শুধু সময়ের অপেক্ষা।ওচাড়া লোয়ার সুবনশিরি জেলার জিরো থেকে হাগে আপাকেও কোনও বিরোধিতার সম্মুখীন হননি, যা বিজেপির অবস্থানকে আরও মজবুত করেছে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, মোট পাঁচজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন, যার মধ্যে তালি থেকে জিকে টাকো, তালিহা থেকে নিয়াতো ডুকম, সাগালি থেকে রাতু তেচি এবং রোয়িং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মুচ্চু মিথি রয়েছেন।

# নানকমত্তা গুরুদ্বারে ঢুকে গুলি চালাল দুই আততায়ী, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু কর সেবা প্রধানের

উধম সিং নগর, ২৮ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের উধম সিং নগর জেলার নানকমত্তা শহরে, নানকমত্তা গুরুদ্বারে ঢুকে গুলি চালাল দুই আততায়ী। বন্দুকবাজদের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে কর সেবা প্রধান বাবা তারসেম সিংয়ের। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ দুই আততায়ী বাইকে এসে, এরপর ডেরার মধ্যেই বাবা তারসেম সিংকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।উত্তরাখণ্ড পুলিশের ডিজিপি অভিনব কুমার বলেছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ আমরা খবর পেয়েছি যে, সকাল ৬.১৫-৬.৩০ মিনিটের মধ্যে, দুই মুখোশধারী আততায়ী নানকমত্তা গুরুদ্বারে প্রবেশ করে এবং কর সেবা প্রধান বাবা তারসেম সিংকে গুলি করে। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু বাঁচানো যায়নি। এটি খুবই গুরুতর

# ওয়াশিং মেশিনে লুকানো কয়েক কোটি টাকা!ভোটের মুখে ২.৫৪ কোটি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

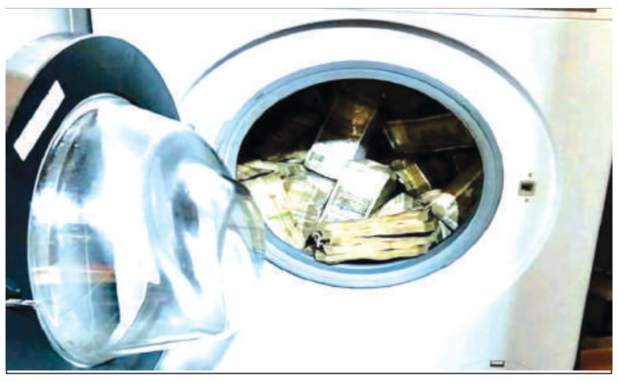

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃকলকাতা, মুম্বই, হায়দরাবাদ, হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র সহ একাধিক জায়গায় অভিযান শুরু করে ইডি। তবে ইডির অভিযানের বিষয়টি গোপন রাখা হয় প্রথম থেকেই। তারপরই আসে এই বড়সড় সাফল্য। ওয়াশিং মেশিনের ছবিটা দেখেছেন? কাপড়ের পরিবর্তে যেখানে জায়গা করে নিয়েছে ৫০০ টাকার গুচ্ছ গুচ্ছ নোটের তাড়া! ন্ডপ্রায় ১৮০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ পয়ে তাল্লাশি চালাতেই বড় সাফল্য পায় ইডি। ওয়াশিং মেশিনে লুকিয়ে রাখা ২.৫৪ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেন ইডি আধিকারিকরা। কলকাতা সহ মোট চার রাজ্যে অভিযান চালায় ইডি। ক্যাপ্রিকরনিয়ান শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার ওপর ইডির নজর ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। শুধু তাই নয়, এই সংস্থাটির অংশীদার হিসাবে কাজ করা আরও বেশ কয়েকটি সংস্থায় পণ্য পাঠানোর ভুয়ো হিসাব দেখিয়ে জলিয়াতি চলত বলে অভিযোগ।ন্ডপ্রতারণার কাজে মোট ৭টি সংস্থার যক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিটি সংস্থার ওপরেই কড়া নজর রয়েছে ইডির। এই সংস্থাগুলির সূত্র ধরেই দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, কুরুক্ষেত্র এবং কলকাতায় হানা দেয় ইডি। তালিকয় আছে লক্ষ্মিতন মেরিটাইম, হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল, রাজনন্দিনী মেটালস লিমিটেড, স্টুয়ার্ট অ্যালয় ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ভাগ্যনগর লিমিটেড, বিনায়ক স্টিলস লিমিটেড, বশিষ্ঠ কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের মতো সংস্থা।সিঙ্গাপুরের সংস্থায় পণ্য পাঠানোর ভুয়ো হিসব দেখিয়ে জলিয়াতি চলত বলে অভিযোগ। শুধুমাত্র ২.৫৪ কোটি টাকাই নয়, তল্লাশিতে প্রচুর নথি এবং ডিজিটাল ডিভাসও পাওয়া গেছে। খোঁজ মিলেছে ৪৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃটেরও। এইসংস্থার দায়িত্বে আছেন বিজয় কুমার শুক্লা এবং সঞ্জয় গোস্বামী। ক্যাপ্রিকরনিয়ান শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগী হিসাবে কাজ করা সংস্থা হিসাবে উঠে এসেছে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থার নাম। সেইসব সংস্থার ডিরেক্টররাও সকলে রয়েছেন ইডির নজরে।ন্ডলোকসভা ভোটের মুখে কয়েকদিন আগেই আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওালকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। অন্যদিকে, রেশন থেকে নিয়োগ একাধিক দুর্নীতি মামলায় বংলাতেও জোর কদমে চলছে তল্লাশি। সেখানে ওয়াশিং মেশিনের ভেতর থেকে ২.৫৪ কোটি টাকা উদ্ধারে নতুন করে শুরু হয়েছে চর্চা।ন্ডএর আগে ইডিকে সরকারের হাতের পুতুল বলে অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। বিরোধীরা বরাবরই অভিযোগ করেছে, সরকারি নির্দেশে ইডি কেবলমাত্র বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালই নয় তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়েকেও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

# পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৯মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৫চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৫চৈত্র মাস ১৯৪৪,মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

# আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

# রাশিফল

**মেষরাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। সংসারে শান্তি হবে।
**বৃষভ রাশিঃ**আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না।
**মিথুন রাশিঃ**মানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। মনে রাখবেন এক সুস্থ শরীরে সর্বদা এক সুস্থ মন থাকে।
**কর্কট রাশিঃ**যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত।
**সিংহরাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।
**কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
**তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
**বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
**ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
**মকর রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। শুভ দিন।
**মীন রাশিঃ**আপনি ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্তঃ তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের পরিবারের সদস্যের প্রয়োজন আজ আপনার কাছে অগ্রাধিকারে

# পূর্ব ভারতে প্রথম স্মার্ট আইসিইউ শুরু হল সল্টলেকের হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ এবারে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) জোট বাঁধবে স্মার্ট ফোনের সঙ্গে। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে স্বচক্ষে দেখে চিকিসার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে চিকিসক মুঠোফোনে নির্খুতভাবে জেনে নিতে পারবেন রোগীর শরীরগতিক। তক্ষণা ব্যবস্থা নিলে রোগীকে স্থিতিশীল করা অনেক সহজ হবে। কলকাতা তথা পূর্ব ভারতে প্রথম স্মার্ট আইসিইউ শুরু হল সল্টলেকের এইচপি ঘোষ হাসপাতালে। ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া হার্ট কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অগ্রণী এইচপি ঘোষ হাসপাতাল কলকাতা তথা পূর্ব ভারতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সেরা চিকিৎসা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বৃহস্পতিবার জানালেন হাসপাতালের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সোমনাথ ভট্টাচার্য। ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ হীরক ভট্টাচার্য এবং ডাঃ তৃণাঞ্জন সারেঙ্গীর তত্ত্বাবধানে এই স্মার্ট আইসিইউ-এর কাজ শুরু হল। গুরুতর অসুস্থ ও সংকটজনক রোগীর প্রাণ বাঁচাতে ক্রিটিকাল কেয়ারই চিকিসকদের তুরুপের তাস। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ারে সবরকমের পরিষেবা দিয়ে

স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য তা সবারই জানা। আর নাগাড়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নজরে থাকায় জটিল রোগীদের মৃত্যুর ঝুঁকি কমবে প্রায় ৪০। ডাঃ হীরক ভট্টাচার্য জানালেন মারাত্মক হার্ট অ্যাটাক, হেমারেজিক বা ইসকিমিক ব্রেন স্ট্রোক, নিউমোনিয়া, সিওপিডি ও অ্যাজমার কারনে সাংঘাতিক শ্বাসকষ্ট, দুর্ঘটনায় গুরুতর চোট, ওষুধের মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ওষুধে অ্যালার্জির জন্যে শ্বাসনালী ফুলে গিয়ে শ্বাসকষ্ট, অন্য কোনও গুরুতর অসুখের কারণে শ্বাসকষ্ট, হার্ট, কিডনি, ফুসফুস, লিভার সহ কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কাজ সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত হলে রোগীকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়। ডাঃ তৃণাঞ্জণ সারেঙ্গী বললেন, অনেক সময় রোগীর অবস্থা খুব ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও হার্টের বাইপাস সার্জারি, অরগ্যান ট্রান্সপ্ল্যান্ট সহ যে কোনও অস্ত্রোপচারের পর চটজলদি বিপদের মোকাবিলার জন্যে রোগীকে আইসিইউতে রাখা হয়। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সারাক্ষন নজরদারিতে রাখা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্মার্ট ফোনে রোগীদের মনিটরিং তৎক্ষণাৎ করার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিই স্মার্ট আইসিইউ এর মূল লক্ষ্য। অসুস্থ মানুষটির অবস্থার অবনতি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সঙ্কেত আইসিইউ এ কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্সের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ সিনিয়র কন্সাল্ট্যান্টকেও সতর্ক করে দেবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের মুঠোফোনে রোগীর যাবতীয় অবস্থা ও শারীরিক পরীক্ষার ফল দেখা যাবে। চিকিৎসা অকুস্থলে না থেকেও আবাসিক চিকিৎসককে ফোনে সব নির্দেশ দিতে পারবেন। দ্রুত চিকিৎসা শুরু হওয়ায় রোগী উপকৃত হবেন। রোগীদের সুস্থতার হার অনেকাংশে বাড়াতে সক্ষম স্মার্ট আইসিইউ। প্রথম পর্যায়ে ৪৩টি শয্যা নিয়ে স্মার্ট আইসিইউ শুরু হল।

## জরাজীর্ন মুদিয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়টি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচের বেআইনি বহুতল নির্মান ভেঙে পড়ার ঘটনায় রাজ্য সরকার পড়ুয়াদের সুরক্ষায় সেখানকার জরাজীর্ন মুদিয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়টি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে থাকা এই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বিধানসভায় বৈঠক করেন। সেখানেই ভবনটি ভেঙে বছরের মধ্যে ভেঙে নতুন ভবন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই সময় সেখানকার প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিনোদবিহারী বিদ্যালয়ে ও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মুদিয়ালি গার্লস স্কুলে স্থানান্তর করে পঠনপাঠনের কাজ হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন।

## মমতার প্রকল্প নিয়ে ঘরে ঘরে প্রচারে মহিলা তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজ্যে নারীকল্যাণে রয়েছে একগুচ্ছ সামাজিক প্রকল্প। আর তাতে হাজার হাজার মহিলা উপকৃত হয়েছেন। সমীক্ষার দাবি তেমনই। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেসব সামাজিক প্রকল্পগুলি নিয়েই লোকসভা ভোটে মহিলাদের সমর্থন আদায়ে নতুন কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনেপ ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাবে তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের সদস্যরা। দলীয় সূত্রে খবর, মালা রায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই সংক্রান্ত আলোচনায় ঠিক হয়েছে, বুথভিত্তিক প্রচার হবে। ঘরে ঘরে মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিশেষ পুস্তিকা, যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি-সহ একাধিক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। কর্মসূচির পৃথক নামও দেওয়া হয়েছে। 'আমার বুথে আমি সাথে', 'বন্ধন অঞ্চলের জয় তৃণমূলের', 'সবাই বলো, লক্ষ্মী এলো' নামে নতুন তিন কর্মসূচি নিয়ে লোকসভা ভোটের প্রচার নামছে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। তার অংশ হিসেবে একেবারে ঘরে ঘরে গিয়ে জনসংযোগের পথে হাঁটছেন নেত্রীরা। বাংলার আমজনতার ঘরে গিয়ে তাঁদের বোঝানো হবে, কীভাবে দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। পাশাপাশি বিজেপির 'মহিলা বিদ্বেষী' ও 'মানসিকতার বিষয়ও তুলে ধরা হবে, যাতে তাঁরা ভালো-মন্দের তুলনা করতে পারেন সহজেই। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেলায় জেলায় 'জন সভা' থেকে সেকথা বলেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 'আমার বুথে আমি সাথে' এই প্রকল্পে বুথের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাবেন প্রচারের জন্য। মহিলারা কর্মিসভা করবেন 'বন্ধন অঞ্চলের জয় তৃণমূলের' মাধ্যমে। আর 'সবাই বলো, লক্ষ্মী এলো'র মধ্যে দিয়ে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার'-সহ মহিলাদের উন্নয়নে একাধিক সামাজিক প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরা হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সংসদে পাঠানোর জন্য বাংলার ৪২ জনের মধ্যে ১২ জন মহিলাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

## মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক জনের

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৮ মার্চ ঃ সাত সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক জনের, ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১০ জন। জানা যায় বৃহস্পতিবার সাত সকালে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বীরশিবপুরের কাছে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এদিন সকালে বাগনান থেকে যাত্রী বোঝাই করে ধর্মতলার দিকে যাচ্ছিল বাগনান ধর্মতলা রুটের একটি বাস। সেই সময় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বিরশিবপুরের কাছে ওই বাসটির পিছনে অন্য একটি গাড়ি ধাক্কা মারলে, বাসটি নিযন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা যাত্রীদের। ঘটনায় আহত হয় কম পক্ষে ১০ জন। এদিকে দুর্ঘটনার পর ঘটনস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উলুবেড়িযা. শর চন্দ্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় পুলিশ। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা এক জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে মৃত ওই যুবকের নাম জামির আলী জামাদার বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। মৃত যুবকের বাড়ি রাজাপুরের খলিশানীর দশবাঘা এলাকায় বলেই সূত্র মারফত জানা গেছে। এদিকে আহতদের মধ্যে চার জন চিকিসাধীন রয়েছে হাসপাতালে, বাকিদের প্রাথমিক চিকিসার পর ছেড়ে দেয় চিকিৎসকেরা। তবে ঘাতক বাসটিকে আটক করার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত যুবকের খলিশানির বাড়িতে হাজির হয়ে ওনার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাতে এবং বাকি আহত ব্যক্তিদের সাথে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে সাথে দেখা করে ওনাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,সেখ জুবের আলম প্রমুখ।

## ভোটের দিনে ছুটি ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাত, ২৮ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের দিনগুলিতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে সাত দফায়। রাজ্যের অর্থ দফতর আজ এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে যে যে কেন্দ্রে যেদিন যেদিন নির্বাচন, সেই কেন্দ্রগুলিতে সেদিন সেদিন কর্মীরা সবেতন ছুটি পাবেন। বেসরকারি কর্মীদেরও ওই দিনগুলিতে ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে শ্রম দফতরের তরফে সে নিয়ে একটি পৃথক বিজ্ঞাপ্তি জারি করা হবে।

## 'ভোটে জিতলে প্রথমেই সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামতের কাজ করবেন'

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৮ মার্চ ঃ ভোটে জিতলে প্রথমেই সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামতের কাজ করবেন, ঘোড়ামারাতে ভোট প্রচারে গিয়ে বললেন তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার। প্রতি বছর প্রাকিতিক দুর্যোগে বিদ্ধস্ত সাগর বিধানসভার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ঘোড়ামারা দ্বীপ। এই দ্বীপের মূল সমস্যা নদী বাঁধের ভাঙন। আম্ফান ঘূর্ণি ঝড় ও ইয়াসের বন্যায় চাষ যোগ্যতা হারিয়েছে ঘোড়ামারা দ্বীপের চাষের জমি গুলো। এখনো হয়নি নদী বাঁধের কাজ। প্রতিনিয়ত বাঁধ ভাঙ্গনের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এই ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দারা। আজ বাইক চালিয়ে ভোট প্রচারে ঘোড়ামারা দ্বীপে মানুষের কাছে পৌঁছে যান তৃণমূল প্রার্থী। নদী বাঁধ ঘুরে দেখলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদার। সুন্দরবনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এই ঘোড়ামারা দ্বীপে লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারকে কাছে পেয়ে তাদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরলো এখানকার বাসিন্দারা। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার। ভোটে জিতলে প্রথমেই সুন্দরবনের বেহাল নদী বাঁধগুলি মেরামতের কাজ করবেন বলে ঘোড়ামারা থেকে জানালেন তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার।

## ১০০ দিনের কাজের মজুরি নিয়ে পাল্টা মন্তব্য বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ ১০০ দিনের কাজের মজুরির বকেয়া প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে শ্বেতপত্রের চ্যালেঞ্জ করেছেন, তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছে রাজ্য বিজেপিও। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমি যদি বলি মমতা বন্দোপাধ্যায় শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জমা দিন। দেবেন মুখ্যমন্ত্রী? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছেন শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য। একথা তো রাজ্য সরকারের সচিবেরা কেন্দ্র সরকারকে বলতে পারলেন না! আদালতে বলতে পারলেন না। শমীকবাবুর কথায়, আসলে তৃণমূল অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তৃণমূল রাজনৈতিক ইস্যুহীনতায় ভুগছে। নির্বাচনটা লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচন কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার নির্বাচন। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে আসার নির্বাচন নয়। যে অভিযোগ তিনি বার বার করেছেন, মানুষ তা গ্রহণ করেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই এ ধরনের কথার কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে হয় না।

## বাংলার মানুষই এর জবাব দেবেন, অভিজিতের মন্তব্যকে দুষে সরব শশী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুকমনা' করেছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। বৃহস্পতিবার এর কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিষয়টি নিয়ে শশী বলেন, 'বিজেপি নেতানেত্রীদের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ যে হারে তলানিতে গিয়ে ঠেকছে, তা সত্যিই লজ্জার! বাংলার মানুষই এর জবাব দেবেন! মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে নক্কারজনক মন্তব্য করেছেন, তার ধিক্কার জানাই।' সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমকে প্রচারের মাঝে সাক্ষাকার দিয়েছিলেন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময়ই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুঘণ্টা বাজা' নিয়ে মন্তব্য করেন। সেই সাক্ষাৎকারের ৬ সেকেন্ডের অংশ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনী কমিশন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করেছে ঘাসফুল শিবির।

## পদত্যাগ করে ভোটে লড়তে পারবেন চিকিৎসকরা ঃ কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের মুখে বড়সড় স্বস্তি চিকিৎসকদের। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকরা পদত্যাগ করে ভোটে লড়তে কোনও বাধা নেই। অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এ নিয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, চিকিৎসক এমনিতে জনতার সেবক। কিন্তু তিনি যখন ভোটে লড়তে চান, তখন বুঝতে হবে যে তিনি বৃহত্তর স্বার্থে জনতার কাজ করতে চান। আসলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্ভিস রুলস অনুযায়ী, চিকিৎসক, পুলিশ, দমকল বিভাগের মতো জরুরি পরিষেবার আওতায় থাকা কর্মীরা ভোটে লড়তে চাইলে বেশ কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ, চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়াই যায়। এই সংক্রান্ত মামলাটি দায়ের করেছিলেন ঝাড়গ্রাম সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক। তিনি কাজ থেকে ইস্তফা দিতে চাইলেও বন্ড সংক্রান্ত নিয়ম দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁর পদত্যাগপত্রের কোনও জবাব দেয়নি বলে অভিযোগ। আর ইস্তফাপত্র গৃহীত না হলে তিনি নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতেও পারবেন না। এই জটিলতা কাটাতে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই বিচারপতি রাজাশেখর

মান্থার পর্যবেক্ষণ, গণ পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তি যদি নির্বাচনে লড়তে চান, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে চান। সেক্ষেত্রে চাকরি ছেড়ে তাঁকে নির্বাচনে লড়তে দিতে কোনও বাধা থাকার কথা নয়।
উল্লেখ্য, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী নিজে একজন চিকিসক। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হলেও, সরকারি হাসপাতালে ইস্তফাপত্র গৃহীত না হওয়ায় মুকুটমণি নির্বাচনে লড়তে পারেননি। এবার তিনি চিকিৎসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তবেই প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের তরফে। এখন কলকাতা হাই কোর্টের এই নির্দেশ জটিলতা সংক্রান্ত সমস্যা কাটাতে সাহায্য করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

## ভবানীপুরে প্রচারে বাধা সায়রাকে! পুলিশের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ প্রচারে বেরিয়ে বাধা মুখে কলকাতা দক্ষিণের লোকসভার সিপিএমের প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। বৃহস্পতিবার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে ভবানীপুর এলাকায় প্রচারে যান সায়রা। হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর মিছিল ঢুকতেই কলকাতা পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় বলে

অভিযোগ সিপিএমের। এর পরেই উত্তপ্ত হয়ে পরিস্থিতি। ওই পুলিশ কর্তাকে ভোটের সব কাজ থেকে সরিয়ে দিতে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে সিপিএম। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই এলাকার বাসিঃদা। সেই এলাকাতেই বাধা পেয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সিপিএম প্রার্থী। বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট রোড এলাকায় কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম প্রচারে বেরোন। বামেদের দাবি, মিছিল হরিশ মুখার্জি রোডে প্রবেশের আগেই তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। মিছিল অন্য পথ দিতে নিয়ে যেতে বলা হয়। তখনই পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান সায়রা শাহ হালিম ও কর্মী সমর্থকরা। সায়রা বলেন, নির্বাচনী এলাকায় প্রচারে বাধা দিতে পারে না পুলিশ। রাস্তা সবার। সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দ করে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে সিপিএম। সেখানে দেখা যাচ্ছে পুলিশের বাধা পেয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

## গুড ফ্রাইডের দিন মেট্রো রেলের সূচিতে বদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ আসন্ন গুড ফ্রাইডের দিন এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া মযদান রুটে পরিষেবায় কিছু বদল আনল কলকাতা মেট্রো। ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিনের তুলনায় কম চলবে মেট্রো। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া মযদান পর্যন্ত গ্রিন লাইনে ১৩০টির পরিবর্তে ১২২টি ট্রেন চালানো হবে। এসপ্ল্যানেড থেকে ৬১টি এবং হাওড়া মযদান থেকে ৬১টি মেট্রো চলবে। অন্যান্য কাজের দিনের মতোই শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে এই রুটে পরিষেবা শুরু হবে। সকালের দিকে ১২ মিনিট অন্তর মেট্রো চলবে। তারপর ১৫ মিনিটের ব্যবধানে পাওয়া যাবে মেট্রো। দুপুরের দিকে ২০ মিনিটের ব্যবধানে চলবে মেট্রো। হাওড়া মযদান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া মযদানগামী শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ও একই থাকছে। অন্যদিকে, ওই দিন ১০৬টির পরিবর্তে মোট ৯০টি ট্রেন চলবে শিয়ালদহ -সল্টলেক সেক্টর ফাইভ রুটে। শিয়ালদহ থেকে ৪৫টি এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ৪৫টি মেট্রো পাবেন যাত্রীরা। এই লাইনে ৯০টি চালানো হবে। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ রুটে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিট থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। ২০ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো চলবে এই লাইনে। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ রুট পর্যন্ত প্রথম মেট্রো চলবে সকাল ৭টা থেকে। এই রুটে শিয়ালদহ থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহগামী শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। বেগুনি লাইন অর্থা জোকা থেকে মাঝেরহাট রুটে অন্য দিনের মতোই পরিষেবা পাওযা. যাবে। তবে সব পরিষেবা বন্ধ থাকবে অরেঞ্জ লাইন অর্থা রুবি থেকে নিউ গড়িয়া রুটে।

## কেজরীওয়ালকে গ্রেফতারির প্রতিবাদে হাওড়ায় আম আদমি পার্টির ধর্না প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিঃদ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আম আদমি পার্টি, হাওড়া জেলা সংগঠনের ডাকে বৃহস্পতিবার হাওড়া.ময়দানে ধর্না প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজেপি সরকারের এজেন্সি দ্বারা লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে অরবিঃদ কেজরীওয়ালকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারীরা নরে ঃদ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখান। আম আদমি পার্টির হাওড়া জেলা সভাপতি অর্ণব মৈত্র বলেন, যেভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেঃদ্রীয়. সরকার অরবিঃদ কেজরীওয়ালকে জেলে পুরে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধেই আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। আমাদের দেশে যে একনাযক আছেন তাঁরই কুশপুত্তলিকা দাহ করা হযেছে। আমাদের দাবি আজকে যেভাবে ইডি এবং সিবিআইকে

ব্যবহার করে আমাদের পার্টির নেতাদের জেলে ভরা হযেছে, দু'বছর তদন্ত চলার পরেও ওরা ৫০ পযসা উদ্ধার করতে পারেনি। তারপরেও ঠিক ভোটের মুখে অরবিঃদ কেজরীওযাল যাতে ভোটের ক্যাম্পেন করতে না পারেন সেই জন্য তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে ভরা হযেছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। আমাদের দাবি অবিলম্বে অরবিঃদ কেজরীওযালকে মুক্তি দিতে হবে।

## সুন্দরবনে শুরু হলো এবছরের মধু সংগ্রহের কাজ, গতবারের তুলনায় এবারে বাড়লো মধুর দাম

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৮ মার্চ ঃ বনবিবির মন্দিরে পুজো দিয়ে এবারের মধু সংগ্রহে নামলেন সুন্দরবনের মৌউলেরা। এবারে বন দফতর থেকে মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি বাড়ানো হয়েছে মধুর দাম। যার ফলে খুশি মধু সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত সুন্দরবনের মৌউলেরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদপ্তর ও ব্যাঘ্র প্রকল্প মিলিতভাবে মধু সংগ্রহের কাজ করে থাকে। তবে আলাদা আলাদা ভাবে অনুমতি পত্র জমা নিযে. তবেই জঙ্গলে যাওযার অনুমতি দেওযা. হয. ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনদপ্তরের তরফ থেকে। আগামী এপ্রিলের ৫ তারিখ থেকে শুরু হবে ব্যাঘ্র প্রকল্পে মধু সংগ্রহের কাজ। অন্যদিকে বৃহস্পতি বার থেকে সুন্দরবনের বনদপ্তরের অধীনে থাকা জঙ্গল গুলিতে মধু সংগ্রহের কাজ শুরু করলো মৌউলেরা। বনদপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত মধু সংগ্রহকারীদেরকে দেওয়া হয়েছে অনুমতি পত্র। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন বনদপ্তরের মিলিয়ে এবছর প্রায় ১৫০ টি নৌকাকে মধু সংগ্রহের জন্য অনুমতি পত্র দেওয়া হয়েছে।আর বনদপ্তরের তরফ থেকেই ইতিমধ্যেই ৯১ টি দলের ৪৩০ জনকে এই মধু সংগ্রহের জন্য অনুমতি পত্র দেওয়া হয়েছে।এবারে বাড়ানো হয়েছে মধুর সরকারি দামও। গত বছর ২৬৫ টাকা কেজি প্রতি দাম থাকলেও এ বছর তা কেজি প্রতি ৩০০ টাকা করা হয়েছে।১০ মেট্রিক টন মধুর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এবারে বনদপ্তরের এলাকাতে। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কেউ বাঘের আক্রমণে নিহত হলে ২ লক্ষ টাকা করে

সরকারি ক্ষতি পূরণের কথা বন দপ্তরের তরফ থেকে বলা হয়েছে।এ ব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক মিলন মণ্ডল বলেন, সব মিলিয়ে গত বছর ১৭ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ করা হয়েছিল। এ বছরও দশ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হলো তা যথেষ্ট বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। মধুচুরি রুখতে এবং ডাকাতদের হাত থেকে মৌউলেদের রক্ষা করতে অতিরিক্ত বনদপ্তরের কর্মীদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকা গুলিতে। ব্যাঘ্র প্রকল্পে আগামী সপ্তাহে শুরু হবে এই কাজ। দুটি ধাপে দেওয়া হবে মধু সংগ্রহের অনুমতি পত্র। সজনেখালি এবং বাগনা রেঞ্জ অফিস থেকে এই অনুমতিপত্র পাবেন মধু সংগ্রহকারীরা। ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের মধু জি আই ট্যাগ পেয়েছে। আর তাঁর পরে বন দপ্তর এবং ব্যাঘ্র প্রকল্পে মধুর দাম বাড়ানোয় খুশি সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীরা। তাঁরা বলেন, মধু সংগ্রহ করা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ও কস্টের কাজ। তাই এই দাম বাড়ায় যথেষ্টই খুশি আমরা। আশা করছি এবারে লক্ষ্যমাত্রা অধিক মধু সংগ্রহ করতে পারবো আমরা। মধু সংগ্রহ করার পর প্রতিটি নৌকাকে বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে আসতে হয়। সেখানে মধু ওজন করে তাদেরকে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে সরকারি ভাবে আগে মোম কেনার ব্যবস্থা থাকলেও এখন মোম কেনা হয় না। বনদপ্তরের তরফ থেকে অনুমতি পত্র দেওয়ার সাথে সাথেই দেওয়া হচ্ছে মুখোশ, স্যানিটাইজার, গ্লাভস সহ একাধিক সরঞ্জাম।

## জাইলো গাড়িতে করে গরু পাচার করতে গিয়ে গোচরন থেকে ধৃত চার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৮ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের আগে জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় চেকিং করছে পুলিশ। বুধবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশের চোখ এড়িয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি জাইলো গাড়ি কলকাতার দিকে চলে যায়। ডিউটি রত পুলিশের তখন নজরে আসে ঐ গাড়ির ভেতরে দুটি গরু আছে। আর তখনই জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য ও তাঁর টিম ঐ গরুর গাড়িটিকে ধাওয়া করে গোচরন এলাকা থেকে জাইলো গা।ি সহ দুটি গরুকে উদ্ধার করে।আর গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। আর তখনই গ্রেফতার করা হয়

গাড়িতে থাকা চারজন যুবককে। ধৃত চার জন হল নাজিমুল খান,বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকাশ,সেখ রফিকুল, বাড়ি মহেশতলা থানা এলাকায়, ইসমাইল সেখ,বাড়ি কুলপি থানা এলাকায় এবং মাসদুর রহমান লস্কর, বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকায়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। এই গরু গুলোকে কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কে কে এই গরু পাচারের সাথে যুক্ত ছিলো তা জানার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৫ চৈত্র, ১৪৩০

# ফোনালাপ অডিও বেআইনী

দুর্নীতির টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলাটা অপরাধ কিনা তার বিচার করবে এখন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন বিধি নিষেধ চালু হয়ে গিয়েছে। তার ফলে এখন কোন কথা বলা উচিত না উচিত নয় তার বিচার করতে পারেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন বিধি চালু হয়ে গেলেও দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতির দায়ে কেরজিরওয়ালকে গ্রেফতার করেছে ইডি। এমনকী ইডি দিল্লি সরকারের মণীশ জৈন এবং সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে আগেই। সবশেষে গ্রেফতার হলেন অরবিন্দ কেজিওয়াল। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। কারণ বাংলায় আর্থিক দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন বেশ কয়েকজন মন্ত্রী। আরও কয়েকজন গ্রেফতার হওয়ার তালিকায় রয়েছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। তবে সেটা এখনই গ্রেফতার করা হবে কিনা তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ পুরো ব্যাপারটা আদালতের অধীনস্থ রয়েছে। ফলে কেউই কোনও রকমভাবে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে রাজি নয়। তবে যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ফোনালাপকে বাইরে প্রকাশ করা হয়েছে তা কিন্তু বলতে গেলে বেআইনী। কারণ কারোর মতামত ছাড়া ব্যক্তিগত ফোনালাপের কথা বাইরে প্রকাশ করা যায় না। তার ফলে যারাই এই অডিও ক্লিপটি নিয়ে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে উপস্থিত হবেন তিনিই অপরাধী বলে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী কী কথা বলেছেন না বলেছেন তা প্রকাশ করার অধিকার কারোর নেই। ফোনালাপ থেকে কীভাবে সেটা অডিওতে প্রকাশ পেয়ে বের হয়ে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো তা নিয়ে তদন্ত করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ব্যাপারে এটা হস্তক্ষেপ বলা যেতে পারে। আজকে প্রধানমন্ত্রী প্রায় সময়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপ করে থাকেন। তাহলে সেই সব ফোন যদি কেউ গোপনে সংগ্রহ করতে শুরু করে তাহলে তার দেশের নিরাপত্তার দিক দিয়ে বিরাট ঝুঁকি বলা যেতে পারে। আর্থিক দুর্নীতির টাকা জনগণের টাকা কিনা তা নিয়ে কথা বলছি না। বলছি আর্থিক দুর্নীতি খবর পেয়ে যেসব টাকা উদ্ধার করেছে ইডি বা সিবিআই সেই সব টাকা বলতে গেলে জনগণের টাকা। যাদের কাছ থকে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই সব টাকা তাদেরকে ফেরৎ দিয়ে কর্তব্য। সেটা সরকার করতেই পারে। সরকার ইচ্ছা করলে দুর্নীতিতে উদ্ধারকৃত টাকা জনগণের হাতে ফেরৎ দিতে পারে। তবে সেটা কখন করতে পারবে এবং তা কখন ঘোষণা করতে পারবে সেটা জানার দরকার। সরকার জনগণের টাকা বা যাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করাটা একেবারে অসম্ভব। দুর্নীতির টাকা কোনও সময়ে প্রমাণ রেখে আদায় করা হয় না। তার ফলে কার কত টাকা নেওয়া হয়েছিল তার কোনও রেকর্ড নেই বলা যেতে পারে। তাহলে সম্পূর্ণ অনুমানের ওপরে নির্ভর করে সেই টাকা জনগণকে ফেরৎ দিতে হবে। তার জন্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সরকারকে। সন্দেশখালী বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র এবং কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে নাকি ফোন করে প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী এত কাচা লোক রাজনীতিবিদ নন। যে তিনি এই ধরনের কথা বলে নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দিয়ে খেলনা পুতুলে পরিণত করবেন। রাজনীতিটা কি তা নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হওয়া উচিত। তাঁর কাছ থেকে রাজনীতি কাকে বলে তার শিক্ষা গ্রহণ করা

# ধর্মের উৎস ভূমি ভারত

প্রাচীন ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে যখন সারা বিশ্বে কোনও ধর্ম ছিল না। তখন থেকেই হিন্দু ধর্ম ভারতকে শাসন করে গিয়েছে। কিন্তু তারপরে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতে শাসকের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতে প্রথম দিকে শাসন করেছিল বৌদ্ধ ধর্ম। নেপাল থেকে শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম। তা বিহার হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সময়ে সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে হর্ষবর্ধন ভারত শাসন করে গিয়েছেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করেছিলেন। তারপরেই এসেছিল ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম এক সময়ে রাজধর্মে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এবারে হিন্দু ধর্ম রাজ ধর্মে পরিণত হচ্ছে। এতে কোনও ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছুই নেই। যদি ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম রাজ করতে পারে তাহলে কেন হিন্দু ধর্ম রাজ করতে পারবে না তা নিয়ে প্রশ্ন এখন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করার যুগ এটা বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছেন বর্তমান ভারতের শাসক দলের নেতারা। তাঁরা পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন এর মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। বৌদ্ধ ধর্ম যদি একটি সময়ে রাজধর্মে পরিণত হতে পারে, ইসলাম ধর্ম যদি রাজধর্মে পরিণত হতে পারে তাহলে কেন হিন্দু ধর্ম রাজ ধর্মে পরিণত হতে পারবে না? ভারতবর্ষের অপর নাম হচ্ছে হিন্দুস্তান। সেই হিন্দুস্তানে কেন হিন্দু ধর্ম বিরাজ করবে না। সব ধর্মের স্থান ভারতে রয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে শুরু করে শাক্ত ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম থেকে শুরু করে খ্রিস্টান ধর্ম সব ধর্ম ভারতে রয়েছে। কোনও ধর্ম অন্য ধর্মকে আঘাত করছে না। কিন্তু একটি সময়ে হিন্দুধর্মের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল। তার ফলে হিন্দু ধর্ম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এবারে সেই হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে ইতিহাসবিদেরা মনে করেন। তারা মনে করতে শুরু করেছেন এই যুগটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের জাগরণের যুগ। হিন্দু ধর্মের জয়গানের যুগ। হিন্দু ধর্ম মানব ধর্মে পরিণত সেটাকে প্রচার করতে হবে।

# শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

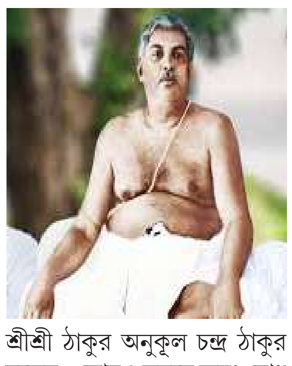

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

# ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

# ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না থাকলে কি বাংলায় নবজাগরণের জোয়ার আসতো?

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো বাঙালির সংখ্যা খুবই কম বলা যেতে পারে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্যকে স্বীকার নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতেন বলে তিনি সংখ্যালঘুদের কাছে অপ্রিয় হয়ে গিয়েছেন। আজও স্বাধীন বাংলাদেশের সেখানে বাংলা সাহিত্য চর্চা চর্চিত হলেও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচদ্র চট্টোপাধায়কে নিয়ে কোনও আলোচনা সভার আয়োজন করতে দেখা যায় না. তার কারণ তিনি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে হিন্দু দেবীর নাম উল্লেখ করে সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসে বিশেষ করে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তৎকালীন নবাবী শাসনের বিপক্ষে যায়। বাংলার নবাবী শাসনকে তিনি পচ্ছন্দ করতেন না তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' থেতে শুরু করে 'আনন্দমঠ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' সহ অনান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে। প্রতিটি উপন্যাস বাংলার নবাবী শাসনের পক্ষে রচিত হয়নি। তার কারণ এখানে বলা প্রযোজন বাংলা তখন রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তন করতে তখন বাংলার জনগণ একেবারে উদগ্রীব। ইংরেজ কোম্পানি কর্তারা সেটাকে উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তারা সেই সময়ে বাংলার ব্যবসায়ী, সমাজনেতা এবং জমিদারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নবাবী শাসনের অবসান ঘটাতে তৎপর হয়। আসলে দেখতে হবে যে বাংলা তখন নবাবী শাসন দ্বারা অত্যাচারিত হতে শুরু করেছে। সেই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলার পণ্ডিত সমাজ থেকে শুরু করে উদার জমিদার শ্রেণীরা আরও বৃহৎ শক্তির শক্তির জন্য অরেক্ষা করে বসেছিলেন। কোম্পানির সেনা কর্তরা বাংলায় এসে অভয় দান করতে থাকলে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়রেন হেস্টিংস বাংলাকে জয় করার সিদ্ধান্ত পাকা করে নিয়েছিলেন। বাংলাকে রক্ষা করতে অত্যাচারি নবাব সিরাজদৌল্লাকে মুর্শিদাবাদ কুঠি থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ ছিল সময়ের অপেক্ষা। ইংজেররা বারবার নবাব সিরাজ দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে নিজেদের ভিতকে শক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। কোম্পানি ব্যবসা করতে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে থাকে ইংরেজরা। তার ফলে সাধারণ মানুষেরা অধিকাংশ নবাবী শাসনের ওপরে বিরক্ত। কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে নবাব ভালো ব্যবহার করেননি। নবাব ইংরজেদের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করতে শুরু করে। ইংরেজরা যাতে বাংলায় স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবসা বাণিজ্য না করতে পারে তার জন্য ফরমান জারি পর্যন্ত করেছিল। বাংলা যে ইংজেদের হাতে চলে যাবে এবং তা পরবর্তীকালে গোটা ভারত ইংরেজ শাসনের অধীনে গিয়ে উপস্থিত হবে এটাই ছিল ইতিহাসের ভাগ্য লিখন। এই ভাগ্য লিখন থেকে কেউ কিন্তু বাধা দিতে পারেনি বা তৎকালীন বাংলার ভাগ্যকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেননি। বহু ইতিহাসবিদেরা বলেছেন যে পলাশীর যুদ্ধ বাংলার স্বাধীন সূর্যের অস্ত। কেউ আবার নবাব সিরাজকে শেষ স্বাধীন নবাব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলার জন্য নবাব সিরাজদৌল্লার কোনও দানধ্যান ছিল। বা তিনি সাধারণ মানুষের হয়ে কি কোনও কথা বলেছেন তা তাদের কথা ভেবেছেন? যদি তা তিনি করতেন তাহলে তাঁকে পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হতে হতো না। আসলে বাংলার অধিকাংশ বণিক সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নবাব সিরাজের ওপরে বিরক্ত ছিলেন সেটা সাহিত্য সম্রাটবঙ্কিমচন্দ্র পরিস্কার করে বলে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আর্বিভাব হয়েছিল নবাবী শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। নবাব স্বয়ং অত্যাচারি ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যেভাবে বাংলার নাগরিকদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তার ফলেই চৈতন্যদেবকে কাজি দলন করতে বাধ্য হলেন। কাজি দলন না করতে পারলে সেই সময়ে হিন্দুদের রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব ছিল। আর ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ। এই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যেভাবে হিন্দুদের হাত থেকে ভগবানের নাম করার অধিকারকে কেড়ে নিতে শুরু করে দিয়েছিল তার প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। পণ্ডিত চৈতন্যদেবকে পরাস্ত করতে সেই সময়ে ভাবতের তাবড় তাবড় পণ্ডিতেরা নবদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে তারা চৈতন্যদেবের কাছে পরাস্ত হয়ে চৈতন্য ভক্ত হয়ে পড়েন। তখন 'গীতা' পাঠ করা একটা অপরাধ ছিল। কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান ছাড়া 'গীতা' পাঠ করার অধিকারী ছিল না। চৈতন্যদেব সেই গীতার বিকল্প ধর্মগ্রন্থ রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন । বৃন্দাবন দাসকে দিয়ে 'চৈতন্যভাবগত' রচনা করিয়ে দিলেন। 'গীতা' গ্রন্থের বিকল্প ধর্মগ্রন্থ রচনা করে দিলেন বৃন্দাবন দাস বাংলার জনগণের জন্য। এই গ্রন্থ সবার পড়ার অধিকার থাকবে। কাউকে এই গ্রন্থ পাঠ করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সবার অধিকার থাকবে এই গ্রন্থকে ঘরে রাখার। তারপরে বৃন্দাবন ক্ষেত্র থেকে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি রচনা করলেন 'চৈতন্যচরিতামৃত'। বাংলার তখন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। তারা গিয়ে নবাবের কাছে নালিশ করেন চৈতন্যদেবকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে রাখার জন্য। নবাবের সাহসে কুলায় নি। তার ফলে তখন নবাব হুসেন শাহ। তিনি অসম্প্রদায়িক শাসক ছিলেন বলেই বাংলায় তখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রকাশ লাভ করতে পেরেছিল। নবাবী শাসন থেকে মুক্তি লাভ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল চৈতন্যদেবের সময় থেকেই। পাশাপাশি রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন চৈতন্যদেব। সেই কারণে পুর্জা অর্চনা নয় শুধু হরিনাম করলেই ঈশ্বর লাভ করা যায় এই কথাটি প্রচার করতে শুরু করে দিলেন চৈতন্যদেব। কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করে তিনি নগর পরিভ্রমণ করতে শুরু করলেন এবং অত্যাচারি কাজীর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলেন। কাজী নবদ্বীপ ত্যাগ করে পালালেন। তার ফলে রক্ষণশীল হিন্দুরা বিপদে পড়লো। তারা চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। পূর্ব বঙ্গে আধুনা বাংলাদেশে দোল উৎসব পালিত হয় না। সেখানে চৈতন্য ভজন করাটাকে অপরাধ বলে মনে করে থাকে। যদিও ইসকন সেখানে একটি মন্দির স্থাপিত করে রাধাকৃষ্ণ নাম গান করে। কিন্তু সেখানকার হিন্দুরা ভয়ে রাস্তায় সংকীর্তন বের করে না বা শোভাযাত্রার আয়োজন করে না। স্বাধীন বাংলাদেশেও যেখানে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করার আওয়াজ তুলে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধারার পুর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল আজকে সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব ব্রাত্য। বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পালিত করার কোনও উদ্যোগ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে বাংলাদেশে কয়েকটি স্থান বিদ্যাসাগরের দ্বিশত বর্ষ দিবস পালন করার উদ্যোগ থাকলেও তার কিন্তু বিস্তৃত আকারে পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই কারণে তাঁর স্মরণ করাটা গুনাহ। ব্রাহ্মণরা যখন 'গীতা' পাঠকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল তখন চৈতন্যদেব 'চৈতন্যভাবগত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আর আধুনিক বাংলার উষালগ্নে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কৃষ্ণ চরিত' রচনা করে কৃষ্ণচর্চাকে সর্বজনীন করে তোলেন। ভারতের ইরেজরা এসেই উপস্থিত হতেই বাংলার মুখ তখন পরিবর্তন হওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে শুরু করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তন একটি অসম্ভাব্যসী । বাংলার পরিবর্তনের হওয়ার তখন বইতে শুরু করে দিয়েছে। জব চার্নক, লর্ড ক্লাভই, ওয়ারেন হেস্টিংস, উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান এর মতো সাহেবরা একেবারে বাঙলিয়ানায় পরিণত হয়ে গিয়েছেন। তারা তখন বাঙালির সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। বাঙলির আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেছেন। কোনও বিভেদ নয়। অভেদকে প্রকাশ করাই তখন ইংরেজ শাসকদের মূল লক্ষ্য। তার ফলে নবাবী শাসন বিপদের মুখে পড়ে। কথা সাহিত্যিক বিমল মিত্র তাঁর রচিত 'বেগম মেরী বিশ্বাস' উপন্যাসে সেই সময়াকার বাংলা নবাবদের কুনজরে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল হিন্দু মহিলারা। তাদেরকে মুর্শিদাবাদের হারেমে প্রবেশ করানোই ছিল সেই সময়কার নবাবদের প্রধান লক্ষ্য। কোনও সুন্দরী হিন্দু মহিলারা প্রকাশ্যে দিনের বেলায় কেন রাতের বেলায় ঘর থেকে বের হতো পারতো না। 'বেগম মেরী বিশ্বাস' উপন্যাসটি বাংলার রাজনৈতিক পটপরির্তনের ওপরে ভিত্তি করে লিখেছেন লেখক বিমল মিত্র। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাস সত্যকে তাঁর উপন্যাসগুলিকে উপস্থপিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে লেখক বিমল মিত্র একই পথ ধরে হাঁটেছেন। এবারে লোকসভার নির্বাচনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পরিবারের সদস্যা অমৃতা রায়কে বিজেপি দল প্রার্থী করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা সেখানে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে যে একটি বিশ্বাসঘাতক পরিবারের সদস্যাকে বাংলার লোকসভার নির্বাচনে প্রার্থী করেছে বিজেপি দল। তার উত্তর দিতে গিয়ে অমৃতা সিং বলেছেন যে সেই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যদি ইংজেদরে সমর্থন না করতেন তাহলে ভারতের হিন্দু ধর্ম বিপন্ন হতো। বাংলায় নজবজাগরণ দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হতো। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রানি রাসমণি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো প্রতিভা বাংলায় জন্মলাভ করলেও তারা কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার বিরদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারতো না। নারী শিক্ষা বা নারী জাগরণ করানো একেবারে অসম্ভব হতো। এমনকী রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের মতো কবিদের জেগে ওঠা একেবারে অসম্ভব হতো। তিনি আরও বলেছেন সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত না হলে আমরা হিন্দু থাকতে পারতাম না। আমাদের বেশভূষা অন্য রকম হতো। আমাদের ভাষাও অন্য রকম হতো। এই কথা প্রকাশ হতেই এখন বির্তকের ঝড় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বিরোধী লোকেরা বলতে শুরু করেছে ইংরেজ সরকারের শেষ প্রতিরোধ নবাবকে এখন খলনায়কে পরিণত করা হচ্ছে। এদিকে বারাসত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সময়ে বর্ণহিন্দুদের সমাজপতি ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় তিনি অবশ্যই বিশ্বাসী ছিলেন। সিরাজকে কখনই হিন্দু বিদ্বেষী বলা যায় না। বোঝাই যাচ্ছে এই সব বলার মধ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করছে। কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের ইতিহাসের শিক্ষিকা বুলু মোদক বলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতার ভাগ্য নির্ণায়ক যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে সিরাজের বিরোধিতা করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন তা ইতহাস বলে। কৃষ্ণনগরের ভূমিপুত্র সাহিত্যিক তমাল ব্যানার্জি বলেছেন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের কোনও দ্বন্দ্বের ভূমিকা নেই। তবে শাসক দলের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে যে ১৭৫৭ সালে মিরজাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মেরুদণ্ডহীন বিশ্বাসঘাতকের মতো নিজেকে ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করেছিলেন। আর ২০২৪ সলে অমৃতা রায় আবার একবার বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য বিজেপির সঙ্গে আতাঁত করছেন। তৎকালীন বাংলার বণিক, রাজারা ব্রিটিশদের পক্ষ না থাকলে তাহলে আধুনিক শিক্ষা আসতো না।

# চাণক্যের মতো কৌশলী রাজনীতিক কোথায়?

**বিশেষ প্রতিবেদন**

কৌটিল্য একীভূত ভারতবর্ষের মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণমন্ত্রী। তাঁর প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি চণক মুনির পুত্র বা তৎবংশীয় ছিলেন বিধায় তার অপর নাম চাণক্য। তার জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ সূত্রমতে তাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে, পাটলিপুত্র নগরীতে, যা ছিল তৎকালীন মগধ রাজ্যের রাজধানী। তাঁর পিতা ছিলেন মগধের মহারাজার বিশিষ্ট অমাত্য কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষগণের প্ররোচনায় মহারাজা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে রাজদরবারে লাঞ্ছিত করেন। পিতার এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অল্প বয়সেই বিষ্ণুগুপ্ত প্রতিজ্ঞা করেন নন্দবংশের ধ্বংস সাধনই হবে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় গমন করেন কারণ তৎকালীন ভারতবর্ষে এটিই ছিল বিদ্যাশিক্ষালাভের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে অল্প বয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তিলাভ করেন এবং তক্ষশিলাতেই অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মগধের তৎকালীন নন্দবংশীয় মহারাজা মহানন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন বিষ্ণুগুপ্তেরই প্রিয় ছাত্র। মায়ের মৃত্যুর পর বিষ্ণুগুপ্ত অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান পাটলিপুত্রে। চন্দ্রগুপ্তও শিক্ষা সমাপনান্তে ফিরে যান রাজধানীতে। বিষ্ণুপুরাণ মতে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মহারাজা মহানন্দের উপপত্নী শূদ্রবংশীয় দাসী মুরা'র গর্ভজাত সন্তান এবং সেইহেতু তিনি মগধের রাজসিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী ছিলেন না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট বুদ্ধিশক্তির অধিকারী হওয়ায় পিতার অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। এই কারণে তাঁর অন্যান্য

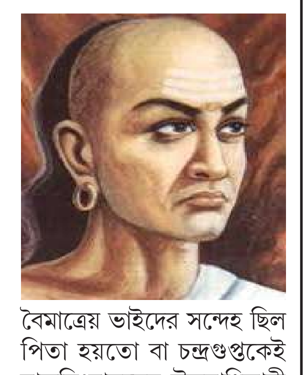

বৈমাত্রেয় ভাইদের সন্দেহ ছিল পিতা হয়তো বা চন্দ্রগুপ্তকেই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতে পারেন। এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তাই প্রাণ রক্ষার্থে তিনি পিতার রাজ্যের বাইরে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে পলায়ন করেন, এবং ভারত আক্রমণকারী আলেকজান্ডারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আলেকজান্ডারের ভারতদখলের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং আপন গুরু আচার্য বিষ্ণুগুপ্তের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁর সহায়তায় ধীরে ধীরে বিশাল এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলে নন্দবংশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। আচার্যের বুদ্ধিকৌশল এবং চন্দ্রগুপ্তের রণদক্ষতায় শেষ পর্যন্ত নন্দবংশ ধ্বংস হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে। চন্দ্রগুপ্তের স্বীয় গুরু আচার্য বিষ্ণুগুপ্তকে তিনি সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত অতিশয় কূটনীতিবিশারদ ছিলেন এবং তাই তিনি সম্ভবত কৌটিল্য নামেই খ্যাতিমান হন। তাঁর রচিত 'অর্থশাস্ত্র' শীর্ষক গ্রন্থটি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র নামেই বিশ্বব্যাপী সমধিক পরিচিত। ইউরোপীয় ঘরানার অর্থশাস্ত্র গড়ে উঠার বহুপূর্বে রচিত এ গ্রন্থে ভারতবর্ষের তৎকালীন যাবতীয় রাজনীতিক, রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। (ক্রমশ)

# ভারতীয় সংস্কৃতি ঃ কমলা ও কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র বিনয়াদিত্যের প্রেমময় কাহিনী

**বিশেষ প্রতিবেদন**

ভালো করিয়া বাজাও গো, দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে, সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর, রিনিঝিনি করিয়া বাজে রে...নাচতে জানুক বা না জানুক উপরের গানের কলি কয়টি জানে না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাংলার নাচের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এ গানটি প্রাচীন কোন অজানা স্বভাবকবি রচনা করেছিলেন যা লোকমুখে আজো কমলার নৃত্যের কথা বলে। কখনও কি ভেবেছেন কে এই কমলা? আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি যে কমলা এ বাংলার একজন নারী, বস্তুত পুণ্ড্র-তনয়া। একজন দেবদাসী হয়েও যিনি ইতিহাসের পাতায় একটি উজ্জ্বল নাম। স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে গুপ্তা বারাণসী, বতিত্রারোহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।। করতোয়া মাহাত্ম্যে বর্ণিত পুন্ড্রনগরের স্কন্দ বা কার্তিকেয় মন্দির ভারতে বিখ্যাত। স্কন্দ পুরাণেও এ মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কমলা এই স্কন্দ মন্দিরের দেবদাসী ছিলেন। তিনি নৃত্যগীতে পারদর্শী ও অসামান্যা সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কমলার কথা বলতে গেলে 'রাজতরঙ্গিণী 'গ্রন্থ ও কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের কথা চলে আসে; কারণ এ তিনটি একই সুতায় গাঁথা। কবি কহলন এর 'রাজতরঙ্গিণী' নিঃসন্দেহে একটি মহত্তম সৃষ্টি, যেখানে শুধু কাব্য নয়, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপকরণ বিদ্যমান। এ বিশাল গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডে ৪২১ থেকে ৪৭০ ও ৪৮৩ - ৮৪ নং শ্লোকে আমরা কমলা ও কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র রাজাধিরাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের প্রেমময় কাহিনীটি পাই। পুণ্ড্রের তনয়া এ গ্রন্থে আপন মহিমায় বিরাজমান। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় (৭৫১ - ৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ) দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য বের হয়ে কান্যকুব্জ ও সারস্বত জয় করে মিথিলার দিকে যেতে চান। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল উৎসাহ হারিয়ে ফেলে কাশ্মীর ফিরে যেতে চায়। ফলে সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে জয়াপীড় একাকী ছদ্মবেশে দেশভ্রমনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে গৌড় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পুণ্ড্রনগরে উপস্থিত হন। এক সময়ের সুবিশাল গৌড় সাম্রাজ্য তখন খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত। এর মধ্যে পুণ্ড্ররাজ্য শাসন করছিলেন রাজা জয়ন্ত, যাঁর সুশাসন ও প্রজাপালনের খ্যাতি সুবিদিত ছিল। পুণ্ড্রনগরের সৌন্দর্য ও সুখী প্রজাপুঞ্জ দেখে মুগ্ধ হন জয়াপীড়। Pleased there by the wealth of the citizens– which was rendered enjoyable by a good government– he went to the temple of Kartikeya to view the dancing. [Rajatarangini– 422] নিঃসঙ্গ জয়াপীড় ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে হাজির হন পুণ্ড্রনগরের বিখ্যাত স্কন্দ মন্দিরে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মন্দির প্রাঙ্গণে নাগরিকেরা সমবেত হয়েছে সন্ধ্যারতি ও দেবদাসীর নৃত্যগীত উপভোগ করতে। জয়াপীড় একটি পাথর খন্ডের উপরে বসলেন নৃত্যোপভোগ করতে। তাঁর চেহারার রাজাসুলভ দীপ্তি ও ভাবভঙ্গি দেখে সাধারণ নাগরিকরা অস্বস্তি পেয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। স্কন্দ মন্দিরে তখন নৃত্যগীত পরিবেশন করছে অপরূপ সুন্দরী কমলা, যিনি ভরতাচার্য প্রণীত নৃত্যকলা অনুযায়ী 'লাস্য' নৃত্য পরিবেশন করছিলেন। ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে নৃত্যের দুটি মুখ্য প্রকারভেদ হলো তান্ডব (পুরুষের নৃত্য, শিবের নৃত্য) এবং লাস্য (পার্বতীর নৃত্য, কোমনীয় ও প্রেমময়)। আবার, সেসময় গৌড়রাজ্য নিজের নৃত্য রীতির প্রচলন ঘটায় যেটি 'গৌড়ীয় নৃত্য' নামে খ্যাত। কমলা গৌড়ীয় নৃত্যের শোভাবর্ধন করেছিলেন। কমলার নৃত্য ও রূপে বিমোহিত হয়েছিলেন। লাস্যং স দৃষ্টুমবিশৎ কার্তিকেয় নিকেতনম্।। ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রবিৎ। নর্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্।। জয়াপীড় নৃত্যরতা কমলার চোখ এড়াতে পারেননি। বিশেষত, জয়াপীড়ের রাজসুলভ অভ্যাস ও চেহারার আকর্ষণ এর প্রধান কারণ। প্রাচীনকালে রাজরাজড়াদের পেছনে তাম্বূলকার দাঁড়িয়ে থাকত তাম্বুল হাতে। যখনই পান খেতে ইচ্ছে করত, পেছন দিকে হাত

বাড়িয়ে পান নিতেন। কহলন 'রাজতরঙ্গিণী'তে বলছেন, ময়ূর যেমন বৃষ্টি না হলেও অভ্যাসবশত মেঘ দেখলই কেকা রব করে ও পেখম মেলে, জয়াপীড়ও তন্ময় হয়ে নৃত্য দেখতে দেখতে তেমনি অভ্যাসবশত বারবার পেছনের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতি কমলা সেটি খেয়াল করে বুঝলেন যে, ইনি কোন রাজা না হয়ে পারেন না। নৃত্য শেষে একজন পরিচারিকা দ্বারা জয়াপীড়কে নিজের গৃহে ডেকে আনেন এবং রাজনোচিত সম্মান ও সেবা নিবেদন করেন। কাশ্মীররাজ দেখলেন কমলা কোন সাধারণ দেবদাসী নন, তাঁর বাসগৃহ সুরম্য প্রাসাদের ন্যায়, ঘরে সোনার পালঙ্ক, মুক্ত বাতায়ন, দাস-দাসী পূর্ণ। একজন দেবদাসীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ ও আচার ব্যবহারে জয়াপীড় কমলার প্রেমে পড়ে যান। কমলাকে প্রেম নিবেদন করেন জয়াপীড়। Thereupon the longéôéarmed [prince] embraced her– who felt ashamed– as if he were going to enclose her in his broad chest– and spoke slowly the following- you– whose eyes are like lotuséôéleaves– indeed– you have captured my heart. But regard for the [proper] time makes me offend [you]." [Rajatarangini 43637] কমলার গৃহে শান্তিপূর্ণ দিনযাপনের সময় জয়াপীড় সন্ধ্যার সময় নদীতীরে ভ্রমণ ও প্রাত্যাহিক প্রার্থনার জন্য যেতেন। একদিন একটু বিলম্বে ফিরে এসে দেখেন কমলার উৎকণ্ঠিত মুখ। তখন কমলা জানান, নগরীর প্রান্তে কিছুদিন যাবৎ একটি সিংহের উৎপাত শুরু হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সিংহটিকে মারা যাচ্ছে না। ফলে নগরবাসী সন্ধ্যার পর নদীতীরে বেশিক্ষণ থাকে না। রাজা জয়ন্ত এ নিয়ে বিব্রত এবং সিংহকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এ কথা শুনে মৃদু হেসে নীরব রইলেন কাশ্মীররাজ। রাজ রক্ত চনমন করে উঠল তাঁর। পরদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে নদী তীরে অপেক্ষা করতে থাকেন সিংহটির জন্য। কথিত আছে, তরবারির এক আঘাতে সিংহটিকে হত্যা করেন জয়াপীড়। কিন্তু মৃত্যুর আগে সিংহটি জয়াপীড়ের হাত কামড়ে দিয়েছিল, জয়াপীড় বেঁচে গেলেও তাঁর বাহুবন্ধ সিংহের মুখে রয়ে যায়। পরদিন সকালে নগরবাসী সিংহের মৃতদেহ দেখে। হৈচৈ শুরু করে। খবর পেয়ে রাজা জয়ন্ত ছুটে আসেন এবং কোন বীর এটি করেছে তার খোঁজ করেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ এক অমাত্য সিংহের মুখে আটকে থাকা বাহুবন্ধ পেয়ে রাজা জয়ন্তকে দেন। বাহুবন্ধে জয়াপীড় নাম উৎকীর্ণ দেখে জয়ন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কাশ্মীররাজের বিক্রম সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং এও বুঝতে পারেন (ক্রমশ)

# মালদায় নদী ভাঙন নিয়ে স্থায়ী সমাধান চেয়ে চিঠি নাগরিক কমিটির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ মার্চ ঃ নদী ভাঙন নির্বাচনের সময়ে বড় ইস্যু মালদা জেলার ক্ষেত্রে। নদী ভাঙন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতির উপর ভর করে নির্বাচনী বৈতরনী পার করে শাসক, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু ভোট মিটলেও নদী ভাঙনের সমাধান সেই তিমিরেই থেকে যায়। যার ফলে প্রতিবছর গৃহহীন হয় হাজার হাজার বাসিন্দা। মালদা জেলার পাঁচটি ব্লক গঙ্গা ভাঙন কবলিত এলাকা। বর্ষার মরসুমে অস্থায়ীভাবে কিছু বালির বস্তা ফেলে গঙ্গার ভাঙন আটকানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা বার বার তা বিফলে যায়। এখনও কেন্দ্র বা রাজ্যে সরকারের তরফে ভাঙন প্রতিরোধের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়নি। লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। তাই এমন পরিস্থিতিতে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের খোলা চিঠি দিতে চলেছে। গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি সদস্য মুসারেফুল আনোয়ার জানান, '১৯৭১ সালের পর থেকে মালদা জেলায় গঙ্গাভাঙন হয়েই চলেছে। মালদা জেলায় ইতিমধ্যে ৭৬ টি মৌজা গঙ্গা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এই ৭৬ টি মৌজায় বসবাস করতেন প্রায় সাত লাখ মানুষ। আজকে তাদের বাড়িঘর জমি জায়গা সব হারিয়ে তারা আজ নিঃস্ব হয়েছেন'। তিনি আরও বলেন, 'মালদা জেলার মানিকচক, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর এই পাঁচটি ব্লক ভাঙন কবলিত এলাকা। গতবার থেকে মহানন্দাটোলা, বিলাই মারি, ভূতনি, গোপালপুর, মানিকচক ঘাট, বীরনগর এই সমস্ত জায়গায় নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। নতুন ভাঙনে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর বসতভিটা হারিয়েছে। তাই আমরা চাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে এই গঙ্গা ভাঙন সমস্যার সমাধান করুক'। তিনি যোগ করেছেন, 'অনেকেই এখনও খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল টানিয়ে বসবাস করছেন। তাদের পুনর্বাসন এখনও হয়নি। কার্যত স্থায়ী বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গঙ্গা ভাঙনের সমাধান হোক। নতুন করে ২৬ টি মৌজায় নতুন চর গড়ে উঠেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার দুই কেন্দ্রে যারা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছেন তাদের কাছে আমাদের দাবি নিয়ে খোলা চিঠি দিচ্ছি'। এই বিষয়ে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী জানান, 'গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি যেটা করছেন তা সঠিক করছেন। আমি তাদের সঙ্গে আছি। আমি তাদের সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করব। আমার লোকসভা কেন্দ্রে মানিকচক, শামসেরগঞ্জ, সমস্ত এলাকায় গঙ্গা ভাঙন হচ্ছে। রাজ্য সরকার বা এখানকার জেলা প্রশাসন তাদের কিছু সহযোগিতা করে। কিন্তু তাদেরকে এখনও কোনওরকমভাবে স্থায়ী পুনর্বাসন বা সহযোগিতা করেনি। এই গঙ্গা ভাঙন এলাকার মানুষদের যাতে স্থায়ী সমাধান হয় সেটাই আমার মূল লক্ষ্য'। তিনি আরও বলেন, 'ভাঙণের বিষয় নিয়ে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বলবো সবাই একসঙ্গে হয়ে মালদার মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই গঙ্গা ভাঙন বিষয় নিয়ে এগিয়ে আসুন'। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের ও সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, 'গঙ্গা ভাঙন এলাকায় এখনও পর্যন্ত যা কাজ করেছে সেটি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোনওরকম ভাবে সহযোগিতা করেনি। একটা টাকাও দেয়নি। সেখানে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা দরকার। না হলে এই গঙ্গা ভাঙন স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব নয়। আমরা ইতিমধ্যে একটি সার্ভেও করেছি। বিহার, ঝাড়খন্ড, এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একসঙ্গে মিলে এই কাজ করতে হবে। গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি যে খোলা চিঠি দেওয়ার কথা ভাবছে। সেটি তাদের কেও ভাবতে হবে যে আমাদের এই বিষয়ে যা করার আমরা ঠিকই করছি। গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে উন্নয়ন। আজকে বিজেপি সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে। আর আমরা উন্নয়ন করছি'। গঙ্গা ভাঙন বিষয় নিয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরীও।

# পরীক্ষায় পাশ না করায় আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ ঃ পরীক্ষায় পাশ না করায় আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। বাগডোগরার ভুজিয়াপানির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃতের নাম রোহিত দাস (১৫)। জানা গেছে গতকাল স্কুলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার পর পরীক্ষায় ফেল হয় রোহিত। এর জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণে আজ সকালেই ঘরের ভেতর থেকে রোহিতের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। ১৫ বছর বয়সী রোহিত দাস বাগডোগরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। এদিন সকালে বাড়ির সেলিং ফ্যানে একটি সাদা রঙের ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে নামিয়ে শিবমন্দিরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর তার দেহটিকে বাড়িতে নিয়ে আসলে খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

# মোদী বিরোধী ইণ্ডিয়া জোট সরকারে আসবে, তাই জোট প্রার্থীকে ভোট দিনঃ মিল্টন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ মার্চ ঃ কেন্দ্রে বেচারাম আদানী সরকার ও রাজ্যেও দুর্নীতির সরকার চলছে একই সঙ্গে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে নলহাটি দুই ব্লকে প্রচার শুরু করলেন জোট প্রার্থী বীরভূমের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট আইনজীবী মিল্টন রসিদ। তার আগে আজকে নলহাটি দুই ব্লকের বুথ অঞ্চল নেতৃত্বের সঙ্গে ভোটের রণকৌশল নিয়ে আলোচনায় বসেন বাম কং জোটের প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক আইনজীবী মিল্টন রশিদ। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, নলহাটিতে জেলা পরিষদের বিরোধীনেতা সহ অন্যান্যদেরকে সাথে নিয়ে বৈঠক করেছি যাতে করে বুথ স্তরে আমাদের যে সংগঠন আছে তাদের আগামী রবিবার থেকে সর্বস্তরে বীরভূম ও বোলপুর লোকসভায় জীবন জীবিকার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে পরিমাণ দুর্নীতি করে মানুষকে ঠকিয়েছে, তাদের অধিকার থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে তার হিসেব নেই। তিনি বলেন, এই দুটো সরকার দুর্নীতি করে মানুষের জীবন ধারণকে অসহনীয় করে তুলেছে। মনে রাখবেন, কেন্দ্রে যদি দাদার কিছু আসনের দরকার হয়, দিদির জেতা প্রার্থী কেন্দ্রে যোগ দেবে। আর জাতীয় কংগ্রেস মোদীর ঘোষিত শত্রু। যদি ইণ্ডিয়া জোট না আসে, তৃণমূল যতই আসন পাক, সিএএ, এনআরসি আটকাতে পারবে না। তাহলে মানুষকে আবার ছিন্নমূল হতে হবে। জমি ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ ছাড়তে হবে। ভুগবে হিন্দু মুসলিম সবাইকে। তৃণমূল বাঁচাতে পারবে না। কারণ গোটা দেশে তাদের প্রার্থী বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ। মোদীকে সরাতে গেলে দুশো সত্তরের বেশি আসন দরকার। যেটা একমাত্র ইণ্ডিয়া জোট দিতে পারবে। দিদি ইণ্ডিয়া জোটে নেই। তার বিপক্ষে। মনে রাখবেন, এটা বিধানসভার ভোট নয়। এটা লোকসভার ভোট। দেশের আইন তৈরির ভোট। দেশের সংবিধান রক্ষার ভোট। যা মোদীর বিজেপি পাল্টাতে চাইছে। তাই দিকে দিকে জোট প্রার্থীদের জয়ী করুন।

# নেতাজির মূর্তিতে মালা দিয়ে প্রচার শুরু করলেন দেবের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ মার্চ ঃ দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের তেঁতুলতলা বাজারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা দিয়ে প্রচার শুরু করেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী অভিনেতা দেব। তারপর নৈহাটি গ্রামে শিব ও শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে আরিট শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে বেনাই হয়ে পৌঁছে যান কেঁজুড়ি এলাকায়। অভিনেতা দীপক অধিকারীকে দেখতে রাস্তার ধারে ধারে ভিড় জমান অগণিত দর্শক। এদিন কৈজুড়ি হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নেন দীপক অধিকারী। মাইক্রোফোন হাতে দর্শনার্থীদের কাছে দু-এক কথাও বলেন। এক কথায় বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে কোথাও মন্দিরে পুজো, কোথাও গাড়ি থেকে নেমে এলাকার মানুষের সাথে কথা, সেলফি, অটোগ্রাফ, আবার আমার কোথাও মাইক্রোফোন হাতে দু'চার কথা। এভাবেই বৃহস্পতিবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের দাসপুর ২ ব্লকের একাধিক জায়গায় প্রচার সারলেন অভিনেতা দেব। দাসপুরে দীপক অধিকারী বলেন, আমি ভোটে দাঁড়াতাম না। কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই দাঁড়িয়েছি। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কথা ভেবে। মুখ্যমন্ত্রী কথা রেখেছেন। নির্বাচন কমিশনরের কাছে কাজ শুরু করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। আশা করি খুব শিগগিরই মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হবে। এরপর আপনারাই ঠিক করবেন ভোটটা কাকে দেবেন?

# চলন্ত গাড়িতে আগুন, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ ঃ চলন্ত গাড়িতে আগুন! আগুনের উৎস কি তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি। অন্যদিকে, ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। ক্ষনিক সময়ের জন্য ওই পথে যান চলাচল থমকে যায়। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর এলাকায় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কে একটি ছোট চার চাকার গাড়িতে আগুন লেগে যায়। গাড়ির চালক কোনও মতে গাড়ি থেকে নেমে প্রাণ রক্ষা করেন। এদিকে আগুনের খবর চাউর হতেই স্থানীয়রা আগুন নেভা কাজে হাত লাগান। পাশাপাশি দমকলের একটি ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। তবে ততক্ষণে গাড়িটির সিংহভাগ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

# রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত হলুদ লাইনের স্ট্রেচ পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ শ্রী জনক কুমার গর্গ, রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার (CCRS) নবনির্মিত দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন এবং নোয়াপাড়া থেকে দম দম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রলি পরিদর্শন করেছেন আজ অর্থাৎ ২৮.০৩.২৪ তারিখে নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্ট্রেচ ইয়েলো লাইনের চালু করার আগে . তিনি এন্ট্রি এবং এক্সিট গেটস, এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এস্কেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা এবং পূর্ব রেলওয়ে, স্টেশন কন্ট্রোল রুম, ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেমের সাথে যাত্রী বিনিময় ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনে সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট রুম, বুকিং কাউন্টার ইত্যাদি। ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনও পরিদর্শন করেন তিনি। এছাড়াও, নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন এবং পিছনে এই প্রসারিত স্পিড ট্রায়ালটিও তাঁর উপস্থিতিতে সর্বোচ্চ ৭৫ কিমি প্রতি ঘন্টা গতিতে পরিচালিত হয়েছিল। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) এবং অন্যান্য উচ্চ-স্তরের মেট্রো কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন।

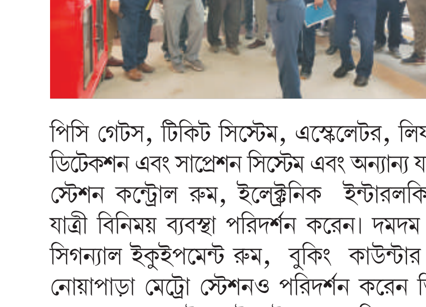

# নানুরে রাম বামকে একজোট হয়ে ভোট না দেওয়ার ডাক দিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ মার্চ ঃ নানুরে রাম বামকে একজোট হয়ে ভোট না দেওয়ার ডাক দিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। পাঁপুড়ির সাজু শহীদ মঞ্চ থেকে একই সঙ্গে বাম ও রামকে তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতেই সিপিএমের হার্মাদদের অত্যাচারের স্মৃতি জন সাধারণের মনে উসকে দিলেন রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক। বৃহস্পতিবার সাজু মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, সিপিএমের হার্মাদরা এক সময় গরীব কৃষকের জমিতে লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে জমি দখল করে নিত। কৃষকের ফসল জোর করে কেটে নিত। সিপিএমের সেই হার্মাদ দলকে একটিও ভোট দেবেন না। পাশাপাশি, কেন্দ্রের ধাপ্পাবাজ বিজেপি সরকার যারা ২০১৪ সালে মানুষকে বছরে দু'কোটি চাকরি ও প্রতি মানুষের ব্যঙ্ক একাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকা সরাসরি ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের ভোট দিয়ে ভুল করবেন না। এই বিজেপি দলটির সরকার ভারতের যে সব রাজ্যে আছে সেখানে সংখ্যালঘু মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন অত্যাচার করছে। তাই সংখ্যালঘু ভাই- বোন এবং অন্যান্য সকল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একজোট হয়ে বিজেপিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরাস্ত করার দাবি করেন তিনি। এদিন জনসভায় কাতারে কাতারে মানুষ হাজির হন। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ, নানুর বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজি সিনহা প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রতিবছর এই দিনটিতে নানুরের পাপুড়িতে সাজু মঞ্চ করে শহীদ দিবস পালন হয়। অভিযোগ, ২০০০ সালের ২৮ মার্চ অর্থাৎ আজকের দিনে পুলিশের ছদ্মবেশে আলিমুদ্দিনের নির্দেশে তৃণমুলের শক্তিকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে কাজল সেখের বড়ো ভাই কেতুগ্রাম বিধায়ক সেখ শাহানেওয়াজের বাড়িতে গভীর রাত্রে চড়াও হয় হার্মাদরা। প্রথমে সেখ শাহানেওয়াজের উপর একের পর এক আঘাত করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তারপরে হার্মাদরা নৃশংস ভাবে চতুর্থ ভাই বিএসএফ কর্মরত সাজু সেখকে হত্যা করে। তাদের বাবার বুকে বোমা মারে। পরে তিনি মারা যান। ২০০৩ সালে আরেক দাদা সেখ রবু ওরফে হাসানেওয়াজ কে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করে হার্মাদরা।

# দুর্গাপুরে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ কীর্তির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৮ মার্চ ঃ আবারও দুর্গাপুরে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল প্রার্থী কীর্তির বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে আদর্শ নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। এদিন একের পর বিধিভঙ্গের অভিযোগে ক্রমশঃ উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় দুর্গাপুর শিল্পশহরের রাজনৈতিক ময়দানে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চড়া সুর চড়িয়েছে বামফ্রন্ট ও গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে নাটক করছে বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের নামো সগড়ভাঙার বেসরকারি কারখানায় ১৬ জন স্থায়ী এক্সিকিউটিভকে অস্থায়ী করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কর্তৃপক্ষ। সেই মতো বুধবার বিকাল ৪ টার মধ্যে তাঁদের রেজিগনেশন দিতে বলা হয়। যদিও সিটু শ্রমিক সংগঠনের দাবী, দুপুরে কারখানা কর্তৃপক্ষ সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেয়। এদিকে এক্সিকিউটিভদের পাশে দাঁড়াতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন দুর্গাপুরের আইএনটিটিইউসি নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে ছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদও। বৈঠক শেষে প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই জয় কীর্তি আজাদের জয়। সবাই যেন তাঁকে ভোট দেন। দুর্গাপুর জুড়ে যেন এই জয়ের কথা প্রচার করা হয়। আর তাতেই তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ করেছে সিপিএম। তাদের দাবী, আধিকারিকরা কেউ ইউনিয়নের সদস্য নন। তাহলে কেন আইএনটিটিইউসি নেতারা তৃণমূল প্রার্থীকে কারখানার প্রশাসনিক ভবনের সামনে নিয়ে ভোট প্রচার করল।

# বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ মার্চ ঃ রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা। দিনহাটা-২ ব্লকের কালমাটিতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দিলীপ বর্মনের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতা বীরেন সেনের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কালমাটিতে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই হামলা চালিয়েছে। এবিষয়ে তৃণমূলের বামনহাট অঞ্চল সভাপতি চঞ্চল রায় বলেন, 'রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। বা।ঘির ভাঙচুর করেছে।' পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা বিনয় সেনের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। বিজেপি জেলা সম্পাদক অজয় রায় বলেন, 'তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই বিজেপি নেতাদের বাড়ি ভাঙচুর করে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

# অভিষেকের সভা ঘিরে প্রশাসনিক বৈঠক তারাপীঠে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ মার্চ ঃ ৩ এপ্রিল বীরভূমে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভা ঘিরে মাঠ পরিদর্শন, অস্থায়ী হ্যালিপ্যাড পরিদর্শনের পাশাপাশি এক বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ শিকদার, রামপুরহাট ও তারাপীঠ থানার আইসি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পূর্ত, দমকল, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকরা।

# সাইবার ক্রাইম নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতনতা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর , ২৮ মার্চ ঃ কম্পিউটার অথবা মোবাইল যন্ত্র ব্যবহার নিয়ে বাড়ছে জালিয়াতি এবং আর্থিক অপরাধ। দরকার সচেতনতা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাইবার ক্রাইম এবং ট্রাফিকিং নিয়ে নব বারাকপুর মাসুন্দা গার্লস হাইস্কুলে পড়ুয়াদের সচেতনতার বার্তা দিল নববারাকপুর থানার পুলিশ । বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে .হলঘরে সচেতনতার বার্তা দিলেন থানার এসআই সমীরণ দাস, অর্নব মিস্ত্রি, লেডি এএসআই চুমকি সরকার, নরেশ নাথ রায় এবং লেডি কনস্টেবল নাজমা বিবি খাতুন। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি সরকার। পড়ুয়াদের সাইবার প্রতারণা, জালিয়াতি ও মানব পাচার সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা করেন থানার আধিকারিকরা। থানার এসআই অর্নব মিস্ত্রি জানান পাচার রুখতে এবং সাইবার ক্রাইম নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতনতা বাড়াতে দু ঘন্টা ধরে জালিয়াতি ও আর্থিক অপরাধ বিভিন্ন তথ্য সমন্বিত আলোচনা করা হল।

# 'কাজল শেখ উপরওয়ালা ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না', আবার হুমকি নেতার!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ মার্চ ঃ কাজল শেখ কাপড় বেঁধে নেমেছে। কাজল শেখ উপরওয়ালা ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না। নির্বাচনের মুখে নানুরের পাপুড়ি থেকে ফের আরও একবার হুমকির সুরে তৃণমূলের নেতা কাজল শেখ। নানুর থানার অন্তর্গত পাপুড়ি গ্রামে শহীদ স্বরনে শহিদ দিবসের আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, তৃণমূল নেতা কাজল শেখ সহ লাভপুরের বিধায়ক ও তৃণমূলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়েই কাজল শেখকে আরও একবার হুমকি দিতে শোনা গেল। তিনি বলেন, যারা বামফ্রন্টে ছিল তারা এখন রামভক্ত হনুমান হয়েছে। তারা এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজল শেখ কাপড় বেঁধে নেমেছে। কাজল শেখ ভগবান ছাড়া আর কাউকেই ভয় পাই না। আর পাবেও না। যারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করছো তারা একটু সাবধানে থেকো। তোমাদের যেমন নানুর, বীরভূম এমনকি বাংলা থেকে তাড়িয়েছি। তেমনই তোমাদের সময় হয়ে গেছে বন্ধু। তোমাদের গুজরাটে পাঠাব। প্রসঙ্গত, কেষ্টহীন বীরভূমে তৃণমূলের জেলা নির্বাচনী কমিটিতে রদবদলের সময় প্রথমে বাদ পড়েন কাজল শেখ। কিন্তু বিতর্ক দানা বাধতেই আবার নির্বাচনী কমিটিতে নেওয়া হয় জেলা সভাপধিপতিকে। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই জেলার ২ লোকসভা কেন্দ্র বোলপুর ও বীরভূমের জন্য আলাদা নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যরা। তারপরই দেখা যায়, বোলপুর কেন্দ্রের নির্বাচন কমিটিতে নাম থাকলেও, বীরভূমের কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন কাজল শেখ। যা নিয়ে দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। বিতর্ক দানা বাঁধতেই ফের তাঁকে নেওয়া হয় নির্বাচনী কমিটিতে। উল্লেখ্য, বীরভূমে তৃণমূলের বিধানসভা ভিত্তিক ৫ সদস্যের তৃণমূলের নয়া কোর কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই কমিটিতে নেই কাজল শেখ। তাঁকে রীতিমতো ধমক দেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা বলেন, মনে রেখো, দল তোমাকে জেলা সভাধিপতির দায়িত্ব দিয়েছে। আবার সেই দায়িত্ব থেকে সরাতেও পারে। তুমি জেলা পরিষদের সভাধিপতি। গোটা বীরভূম জেলা দাপিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। আপাতত তোমাকে নতুন কোর কমিটিতে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। পরে প্রয়োজনে ডেকে নেওয়া হতে পারে।

# বিজেপি প্রার্থী হিরণকে শোকজ করা হল

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ মার্চ ঃ শোকজ করা হল ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় কে। নির্বাচন কমিশনের তরফে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে জবাব। হিরণ ডেবরা বিডিও অফিসে গিয়ে বিডিওর সামনেই হিরণ বলছেন 'জেতার পরে কী ভাবে টাইট দিতে হয়। আপনাদের কথা দিলাম, যে ভাবে হোক গ্রামের মানুষকে নিয়ে, লাঠি ঝাঁটা নিয়ে এই সব লোককে ঢুকতে দেবেন না। তৃণমূলের দলদাস পুলিশ, তৃণমূলের দলদাস বিডিও এসডিও- দেরকে ঢুকতে দেবেন না। আগামী ২ মাস আটকে রাখুন। জেতবার পরে আমরা সব বুঝে নেব। অবৈধ কাজগুলিতে বিডিও, এসডিওরা প্ররোচনা দিচ্ছে। কারণ তাঁদের দীপক অধিকারীকে ৩০ শতাংশ কাটমানি দিতে হয়।' এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নিমেষের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। হিরণের এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

# ধরা পড়লো ছয় ডাকাত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে ধরা পড়লো ছয় ডাকাত। নাইট পেট্রোলিং এর সময় বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টি। বুধবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টি নাইট পেট্রোলিং করছিল, সেই সময়ে ভক্তিনগর থানার চন্ডাল মোড় এলাকার গান্ধী ময়দানে বেশ কয়েকজনকে জড়ো হয়ে থাকতে দেখে পুলিশ। সন্দেহ হয় পুলিশের। তৎক্ষণাত ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশের ওই নাইট পেট্রোলিং ভ্যান পৌঁছে যায় ওই অন্ধকার ঠেকে। পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ওই যুবকদের। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ওই ছয় জন। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ছুরি, ভোজালি, সাবল, লোহার রড সহ নানান ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা যন্ত্রপাতি। ছয় জনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হয় ভক্তিনগর থানায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা স্বীকার করে বুধবার রাতে তারা ডাকাতির ছক কষছিল শিলিগুড়ি শহরে। কোনো বাড়িতে বা গাড়ি থামিয়ে ডাকাতির ছক ছিল তাদের। কিন্তু পুলিশের নাইট পেট্রোলিং ভ্যান ভেস্তে দিল সবকিছু। ধৃতদের নাম ওবিদুর রহমান, আল্লা রাখা শেখ , বিকাশ রাই, বিক্রম পাসোয়ান, রাজকুমার নাওয়ার এবং রাহুল ছেত্রী। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৯৯ এবং ৪০২ আইপিএস ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশের অভিযানে একটি বড়সড় ডাকাতির ঘটনার রোখা গেল শিলিগুড়ি শহরে।


**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ** ২৭.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২০৭-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/শিয়ালদহ-এর অধীনে বিভিন্ন অবস্থানে ক্রটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্ট বদল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬০,৬৪,৭৮৪ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,২১,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৪.২০২৪ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **২৬.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।**

(SDAH-423/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ও/এসি/টি/১৯৭ অ্যান্ড ১৯৮/২৩-২৪ (ওপেন), তারিখঃ** ২৭.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং-১। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-১৯৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ** এইএন/বিআরএল/এএসএন-এর অধীনে আসানসোল ডিভিসন জুড়ে বিভিন্ন ব্রিজে টাই লিমিট কর্মসূচির জন্য রেট্রো রিফ্লেকটিভ কশান ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটর-এর ব্যবস্থা সহ জি.সি. সেকশনে ব্রিজ নং ১৮-এর গ্যাং পাথওয়ে-র বদল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৫৯,৯২,০৯১.০৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩০,০০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **ক্রমিক নং-২। কেস নম্বর ঃ ও-এসি-টি-১৯৮-২৩-২৪। কাজের নামঃ** এক্সইএন/বিআরএল/এএসএন-এর অধীনে জি.সি. সেকশনে কুলটি ও বরাকর-এর মাঝে ব্রিজ নং ১১এ (রোড ওভারব্রিজ)-এর পুনর্নির্মাণ ও রিগার্ডারিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,১৩,১২,২৩২.০৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,০৬,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.০০টা (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

(ASN-252/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**NOTICE INVITING QUOTATION**
**Bearing No-64,65,66,67 & 68 of 2023-24**

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractors having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. EI Work for CAPF Accommodation: 1. Burdwan Sadar Police Station(58 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.64). 2. Madhabdihi Police Station(16 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.65). 3. Dewandighi Police Station(10 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.66). 4. Raina Police Station(17 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.67). 5. Saktigarh Police Station(11 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.68). Last date of issue of Tender Papers is up to:- **2 P.M on 03.04.2024**. L/D of tender dropping **05.04.2024 (up to 2 P.M.)** & all tenders received will be opened shortly thereafter.

**Sd/-Executive Engineer, P.W.D.**
**Bardhaman Electrical Division**

**NOTICE INVITING QUOTATION**
**Bearing No-69,70,71,72 & 73 of 2023-24**

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractors having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. EI Work for CAPF Accommodation: 1. Bhatar Police Station(26 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.69). 2. Ausgram Police Station(24 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.70). 3. Memari Police Station(41 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.71). 4. Mongalkote Police Station(23 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.72). 5. Ketugram Police Station(26 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.73). Last date of issue of Tender Papers is up to:- **2 P.M on 03.04.2024**. L/D of tender dropping **05.04.2024 (up to 2 P.M.)** & all tenders received will be opened shortly thereafter.

**Sd/-Executive Engineer, P.W.D.**
**Bardhaman Electrical Division**

**উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক**

রেজি অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

**সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ**

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং মর্টগাগাররা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের দ্বারা ডিফল্ট হওয়ার ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ এর সাথে পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতার / সহ ঋণগ্রহীতার/ গ্যারান্টর বন্ধকদেরকে কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের সঙ্গে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নোটিশের তারিখ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

| ক্রম নং | নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/ বন্ধক-এর | লোন অ্যাকাউন্ট নং / লোন মূল্য/ শাখা | সম্পত্তির বিবরণ | NPA এর তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ | বকেয়া টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১. মো. মুন্না, প্রপ. নিউ ফ্যাশন এস /ও মো. নিজামুদ্দিন, ২. রেহানা পারভীন ডব্লু /ও মো মুন্না, দুজনেই এইচ /২৩৩/১/ এন, আশরাফ নগর, গীতালপাড়া, হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি (M.Corp.), ওয়ার্ড নং ৪০, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৬ | ৩৫১১২১০০ ৮ ০০০০০২১ / ৭,০০,০০০/- টাকা/ ৩৫১১-শিলিগুড়ি | আরএস খতিয়ান নং ৪৮৩ / ১ এবং ৪৮৩ / ৫, R.S প্লট নং ২৩৬-এর সাথে সম্পর্কিত R.S শীট নং ৯-এ অবস্থিত প্রায় ১ কাঠা, ৪ ছাতক, ১০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল। পরগনা - বৈকুণ্ঠপুর, মৌজা - ডাবগ্রাম, J.L. নং ২, P.S - ভক্তিনগর, P.O - হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, জেলা - জলপাইগুড়ি, এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানাঃ উত্তর- ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণ- জয়দুল ইসলাম ও ওরসের জমি, পূর্বঃ মো- আফরোজের জমি, পশ্চিম- ১০''-৬ প্রশস্ত কচ্ছা রাস্তা। মালিক মোঃ মুন্না (নং ১ আপনাদের মধ্যে) ৩১.০৫.২০১৪ তারিখের ডিড অফ কনভেয়েন্সের মাধ্যমে, ২০১৪ সালের জন্য ADSR রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ির নং ১-৩৯৪৯ হিসাবে নিবন্ধিত। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদঃ বন্ধক তৈরির জন্য শিরোনাম ডিডের জমার মেমোরেন্ডাম, তারিখ ২৯.০১.২০২০ | ০৩.১১.২০২৩ এবং ২২.১২.২০২৩ | টাকা ৮,৪৬,৭১৬ /- ২৩.১১.২০২৩ তারিখ |

তাই ঋণগ্রহীত / সহ-ঋণ গ্রহীতা/ জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতা / সহঋণদাতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিষ্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৪, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /- অথরাইজড অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

# প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে সারা দেশে চর্চা হচ্ছে ডঃ দীনেশ শর্মা

**লখনউ, ২৮ মার্চ ঃ** উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ডঃ দীনেশ শর্মা বৃহস্পতিবার বলেছেন যে, সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে। দল ডঃ দীনেশ শর্মাকে মহারাষ্ট্রের নির্বাচনী দায়িত্ব দেওয়ার পর ডঃ শর্মা বৃহস্পতিবার হিন্দুস্থান সমাচারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান-সহ সারা দেশে যেমন বিজেপির অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে, মহারাষ্ট্রেও তেমনই বিজেপির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। মহারাষ্ট্রেও বিজেপি তার সহযোগী দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল জয় পাবে। ডঃ দীনেশ শর্মা এও বলেছেন যে, দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন ভাল কাজ এবং দেবেন্দ্র ফড়নবিসের নেতৃত্ব, এই দুয়ের মেলবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের মনোবল খুব ভাল জায়গায় আছে। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারের সহযোগিতাও আছে। এর ফলে মহারাষ্ট্রে বিজেপি খুব ভাল ফল করবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, সারা দেশে বিজেপির পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে।

ডঃ দীনেশ শর্মা বলেন যে, মহারাষ্ট্রের মানুষ কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরে এবং শরদ পাওয়ারের জোটকে সুবিধাবাদী জোট হিসাবেই দেখছে। প্রতিটি আসনের জন্য তাদের নিজেদের মধ্যের লড়াই প্রকাশ্যে আসছে। তিনি জানান, এদের না আছে নিজস্ব কোনও সংগঠন, না আছে কোনও নীতি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশে এমনকি সারা বিশ্বে একটা

অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ সুফল পুরো মহারাষ্ট্রও পাবে। তিনি এও বলেন যে, আমার প্রতি ভগবানের দয়া আছে। আমি যে নির্বাচনের দায়িত্ব পেয়েছি, তাতেই ভারতীয় জনতা পার্টি জিতেছে। আমি বিশ্বাস করি যে এবারের মহারাষ্ট্র নির্বাচন আগের নির্বাচনগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মহারাষ্ট্র হলো ভারতীয় জনতা পার্টির শক্ত ঘাঁটি। আমরা ক্রমশ জয়ের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও এদিন ভাগ করে নেন ডঃ শর্মা। তিনি বলেন যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মসূচিতে বিপুল ভিড় দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমার মতো একজন কর্মীর কর্মসূচীতেও হাজারো জনসমাগম হয়েছে। এ থেকেই বুঝতে পারি, বিজেপির বড় নেতাদের কর্মসূচিতে বিপুল ভিড় হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সর্বত্রই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি দেশের মানুষের বিপুল সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, তামিলনাড়ুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি অনুষ্ঠান ছিল, সেখানেও বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথা শুনতে আগ্রহী। তাই আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে এবার সর্বত্রই পদ্ম ফুটবে এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, নরেন্দ্র মোদী ৪০০টি-রও বেশি আসন নিয়ে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন।

# মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গোপাল লামা

**দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ ঃ** আজ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী গোপালামা মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তিনি দার্জিলিং জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়ে জেলাশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

রীতিমতো র‍্যালি করে সাথে ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করতে যান গোপাল লামা। তার সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি পৌর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, এছাড়া আরো অনেকে।

এদিন দার্জিলিং এর চৌরাস্তায় একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জিটিএ প্রধান অনিতা থাপা, তিনি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন

তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী গোপাল লামা। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। র‍্যালিটি দার্জিলিং এর বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করার পর, জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে গিয়ে পৌঁছায়। এরপর গোপাল নামা মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

# বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান কটকের সাংসদ ভর্তৃহরি মাহতাবের

**ভুবনেশ্বর, ২৮ মার্চ ঃ** লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে দলভারী হল বিজেপি-র। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ওড়িশার দুই বিশিষ্ট নেতা এবং এক সমাজকর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন। জানা গিয়েছে, কটক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেডি সাংসদ ভর্তৃহরি মাহতাব, অভিনেতা এবং প্রাক্তন বিজেডি সাংসদ সিদ্ধান্ত মহাপাত্র এবং বারিপদার সমাজকর্মী দময়ন্তী মিশ্র বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ভর্তৃহরি মাহতাব বলেন, 'জীবনের একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। জাতীয়তাবাদ, ঐক্যর সমন্বয় একমাত্র বিজেপির মাধ্যমেই সম্ভব। গত ১০ বছরে আমরা যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং আমি মনে করেছি যে এই সিদ্ধান্তটি সঠিক হবে, বিজেপির মাধ্যমে কিছু করতে পারা, এই সময়ে বিজেপির সাথে সংযোগ স্থাপন করা, রাজ্যের অগ্রগতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করা। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির শক্তি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশ্বাস এবং নাড্ডাজির অনুপ্রেরণা পেয়ে কৃতজ্ঞ। নতুন দল নিয়ে নতুন করে শুরু করায় আশা করছি আপনাদের পূর্ণ সমর্থন পাবো। ওড়িশায় যে পরিবর্তন হতে চলেছে তা আপনারা নিজে ওড়িশায় এলে দেখতে পাবেন। মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্যই এই পরিবর্তন হচ্ছে।'

# নারী-কথায় সাহিত্য ও সমাজ নামে রাজ্য-স্তরের আলোচনাসভা ও কর্মশালা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ** আশুতোষ কলেজ ও দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস যৌথ ভাবে নারী - কথায় সাহিত্য ও সমাজ নামে একটি রাজ্য-স্তরের আলোচনাসভা ও কর্মশালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস কবি এবং দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লসের অধ্যক্ষ ড. অনিতা চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত।

সকলকে স্বাগত জানান আশুতোষ কলেজের আইকিউএসি সঞ্চালক, ড. শ্রাবণী রায়। ড.চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, এই সেমিনার ও কর্মশালার সাংগঠনিক সম্পাদক, তাঁর বক্তব্যে নারীদের সামাজিক নির্মাণ এর বিষয়টিকে আলোকপাত করেছেন যার এখনও পরিবর্তন হয়নি। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মধুবনী চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ বিদ্রোহিনীর মহাভারত নিয়ে আলোচনায় মহাভারতের নারীদের জীবনের কাহিনির উল্লেখ করে তাঁদের বঞ্চনা ও প্রতিবাদী চেতনার দিকে আলোকপাত করেছেন। যার মধ্যে ছিলেন শকুন্তলা, কুন্তী, সত্যবতী, সুভদ্রা এবং হিড়িম্বা, যাঁর অনার্য হবার বেদনার কথা উল্লেখিত হয়েছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. বাসবী চক্রবর্তী অধিবেশনের সভামুখ্য হিসাবে তাঁর বক্তৃতায় মহাভারতে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার সময় দ্রৌপদীর কথা বলেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌননিগ্রহ রোধে প্রণীত আইনের বিষয়টিও স্পর্শ করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয় আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ ড.মানস কবির ভাষণে।

দিনের শেষ অনুষ্ঠান ছিল শ্রীমতী সুরঞ্জনা দাশগুপ্তের অসামান্য অভিনয়ে নটীবিনোদিনীর আত্মজীবনী অনুপ্রাণিত আমার কথার নাট্যরূপ।

# ভোট প্রচারে গিয়ে দিলীপ ঘোষকে বেনজির আক্রমন কীর্তির

**দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ মার্চঃ** দিলীপ ঘোষ কো চুল্ল ভর পানীপে ডুব কে মরণা চাইয়ে। উন কা মানসিক সন্তুলান খারাপ হো চুকা হে। কই বিজেপি ওয়ালা উসকো হাসপাতাল লে জায়, কই না করে তো হামলোক ফ্রি মে উন কা দিমাক কা এলাজ করাইংগে ভোট প্রচারে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এমনই মন্তব্য করেন বর্ধমান-দূর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী কৃতি আজাদ। বৃহস্পতিবার বেলায় বর্ধমান-দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস কে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার সারেন তিনি। এদিন বর্ণাঢ্য র‍্যালি নিয়ে বর্ধমান শহরের ১৫নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরেন এবং হাত জোড় করে ভোট প্রার্থনা করেন। আট-থেকে আশি সকলের সাথে দেখা করেন, হাত মেলান, বয়স্কদের কাছ থেকে আশীবাদ নেন প্রার্থী। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মহিলারা তৃণমূল প্রার্থী কৃতি আজাদ কে ফুল ছুড়ে স্বাগত জানান। কোথাও আবার তাকে মিষ্টি মুখ কারানো হয়, একথায় প্রার্থীর প্রচারে উচ্ছাসিত তৃণমূল কর্মী, সমর্থক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিনের র‍্যালিতে পা মেলান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, তৃণমূলের শহর সভাপতি তন্ময় সিংহ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তিনি বলেন, এই শোকজ নোটিশ অনেক টা বিজেপি গ্যারেন্টির মতো, সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। এরা মানুষ কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়, মহিলাদের সম্মান করে না। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, দিলীপ ঘোষের মানসিকতা সম্পূর্ণ আর.এস.এসের মানসিকতা, যারা নারী কে স্থান ও সম্মান করে না। উনি তো দূর্গা মা এর মা-বাবা কে বলে প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েও একই প্রশ্ন তুলেছেন। উল্লেখ্য, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটপ্রচার করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বনাম তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের তরজা। পরস্পরের প্রতি আক্রমন - প্রতি আক্রমনে জমে উঠেছে রাজনৈতিক ময়দান। তবে অনেক সময় একপক্ষ অপরপক্ষকে আক্রমন করতে গিয়ে শালীনতার মাত্রা ছাড়াচ্ছেন যা ভাল চোখে দেখছে না নির্বাচন কমিশন।

# কঙ্গনাকে আপত্তিকর মন্তব্য, সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে প্রার্থী করছে না কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ** লোকসভা নির্বাচনে সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকে প্রার্থী করছে না কংগ্রেস। জানা গেছে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে লড়তে পারবেন না সুপ্রিয়া। কঙ্গনা রানাওয়াতের প্রতি কটূ মন্তব্যের জেরে এবার কংগ্রেসের টিকিটে সুপ্রিয়া শ্রীনাতের ভোটে লড়াই করা হচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। বিজেপির প্রার্থী হিসেবে কঙ্গনার নাম ঘোষণা হতেই তাঁকে কটাক্ষ করেন সুপ্রিয়া। কঙ্গনাকে উদ্দেশ্য করে কটূ মন্তব্যও

করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। কঙ্গনার প্রতি ওই ধরনের মন্তব্য করে কেন তাঁকে অপমানিত করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে জাতীয় মহিলা কমিশন।

এমনকী নির্বাচন কমিশন যাতে সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে, সে বিষয়েও জোরাল দাবি করা হয়। যদিও সুপ্রিয়া পালটা দাবি করেন, তিনি কঙ্গনার প্রতি অপমানজনক কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের অ্যাকসেস বেশ কয়েকজনের কাছে থাকে।

তাঁদের মধ্যে কেউ অভিনেত্রী তথা বিজেপি প্রার্থীর প্রতি অপমানজনক মন্তব্য করেছেন।

# যাত্রীদের সুবিধার্থে স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের সময়সীমা বৃদ্ধি

**মালিগাঁও, ২৮ মার্চঃ** যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন নং. ০৭০৪৬/০৭০৪৭ (সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড়- সেকেন্দ্রাবাদ) এবং ট্রেন নং. ০৭০৩০/০৭০২৯ (সেকেন্দ্রাবাদ - আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ)-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়সূচি এবং স্টপেজ-এর সাথে চলাচল করবে।

ট্রেন নং. ০৭০৪৬ (সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড়) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক সোমবারে চলাচলের জন্য ১ এপ্রিল থেকে ১৩মে, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৭০৪৭ (ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চলাচলের জন্য ৪এপ্রিল থেকে ১৬মে, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

একইভাবে, ট্রেন নং. ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক সোমবারে চলাচলের জন্য ১এপ্রিল থেকে ২৪জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৭০২৯ (আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচলের জন্য ৫এপ্রিল থেকে ২৮জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উভয় ট্রেনের জন্য জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে প্রদান করা অতিরিক্ত স্টপেজটি এই পরিষেবা বৃদ্ধির সময়কালেও অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও, উৎসবের ভিড় সামাল দিতে একমুখী স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫০১৩ (গোরখপুর-ডিমাপুর) ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখে গোরখপুর থেকে ১৯৫০ ঘন্টায় রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থান ডিমাপুরে শনিবার ০৩৪৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির পরিষেবা সম্প্রসারণের ফলে সংশ্লিষ্ট রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

# ভোটে জিতে মথুরাপুর এলাকায় সুন্দরবনের উন্নয়নে আটকে থাকা কাজ গুলো করবেন ঃ বাপি

**দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর, ২৮ মার্চ ঃ** লোকসভায় জিতে সুন্দরবন এলাকায় উন্নয়নে কি কি কাজ করবে এবং এবারের ভোটে মূল ইস্যু কি সে বিষয়ে বৃহস্পতিবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্রপুরের তৃনমূলের দলীয় অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, মন্দিরবাজারের বিধায়ক তথা সুন্দরবন তৃনমূল জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা, রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক

জলদাতা, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের অবজারভার শুভাশীষ চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প গুলো তুলে ধরেন। তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় জয়নগর রায়দীঘি রেলপথের কাজ না হওয়া, মুড়ি গঙ্গায় সেতু না হওয়া সহ একাধিক বিষয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনার কথা। তিনি জিতে লোকসভা গিয়ে সুন্দরবনের উন্নয়নে আটকে থাকা কাজ গুলো আদায় করার চেষ্টা করবেন বলেও জানান।

# ভোট প্রচারের দেওয়াল লিখনে চিত্রের মাধ্যমে এবার সরাসরি সংবাদ মাধ্যমকে আক্রমণ তৃণমূলের

**দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ মার্চ ঃ** নির্বাচন আসে যায়, বদলায় রাজনৈতিক পরিবেশ কোথাও পরিবর্তন হয় শাসকের, আর বছর ভর সকল রাজনৈতিক দলই তাদের বিরোধী দের আক্রমন করতে থাকে বিভিন্ন ভাবে। পাশাপাশি নির্বাচন আসলেই তারা যেন একপ্রকার খোলা ময়দান পেয়ে যায়। আর তাদের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রাচরের মাধ্যমে বিরোধী দের আক্রমনের ধরনও বদল করে ও তীব্র থেকে তীব্র তরও হতে দেখ যায় কখনও কখনও। সম্প্রতি দেশ জুড়ে জারি হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনি বিধিনিষেধ। সাথে সকল রাজনৈতিক দলের তরফে জোর কদমে শুরু করেছে তাদের প্রচারও। পিছিয়ে নেই নদীয়ার নবদ্বীপও। নবদ্বীপ শহর ও ব্লক জুড়ে ইতিমধ্যে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল -বিজেপি - সিপিএম সকল রাজনৈতিক দল। আর দেওয়াল লিখনে যেমন একে অপরকে বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন ভাবে কটাক্ষের মাধ্যমে প্রচার শুরি করেছে তেমনি এবার সংবাদ মাধ্যমকেও কটাক্ষের বাইরে গেলো না। তৃণমূলের থেকে। নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর এলাকায় দলীয়প্রার্থী সমর্থনে দেওয়াল লিখেছে তৃণমূলের তরফে। যেখানে দেখা গেলো একদিকে তাদের প্রার্থীর নাম। অপর প্রান্তে দলনেতৃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। আর মাঝে সরাসরি সংবাদ মাধ্যমকে কটাক্ষ। যে খানে দেওয়ালে চিত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মুখঅবয়ব আকা হয়েছে আর তার পায়ের দিকে মাইক্রোফোন হাতে এক মহিলা সংবাদ কর্মীর চিত্র আকা। আর ছবিতে সংবাদ কর্মীর মাইকরোফোন প্রধানমন্ত্রীর পায়ের কাছে। আর লেখা আছে মিডিয়া চাটুকারিতায় ব্যাস্ত। আর এই ছবি দেখ মাত্রই নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে সব মহলে। নবদ্বীপের বিজেপি নেতা তন্ময় কুন্ডু জানায় তৃণমূলের কালচার। রুচি এটাই এরা দেশ তথা রাজ্য জুরে সংবাদ মাধ্যমের ওপর আক্রমণ করে, আর নবদ্বীপে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক সংবাদ মাধ্যম দিনের পর দিন সংবাদ পরিবেশন করেছে। সেটা তৃণমূলের কাঠমানি। তো কখনো বালি চুরির। এমনকি অতীতে নবদ্বীপের এক সংবাদ কর্মীর বাড়িতেও হামলা করা হয়েছিল। মিথা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল, তিনি আরও জানান তৃণমূলের রুচী এতোটাও নিম্ন মানের এরা দেওয়াল লিখনে প্রভু রামের ছবি নিয়ে মন্তব্য লিখেছিলো। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানালে তা মুছতে বাধ্য হয়। আমরা খবর পেয়েছি শহরের রানীরচড়া এলাকাতেও একই ভাবে প্রভু রামচন্দ্রের ছবি এঁকেছে। আমরা সেটা নিয়েও অভিযোগ দায়ের করবো নির্বাচন কমিশনের কাছে।নবদ্বীপের নেতৃত্ব অভিজিৎ দত্ত জানান আমরা সর্বদাই সব কিছু তে শালিনতা বজায় রেখেই কাজ করি সেটা প্রচার হোক বা বক্তব্য। কিন্তু সংবাদ মাধ্যম কে নিয়ে এহেন দেওয়াল লিখন সত্যি দুর্ভগ্য জনক। তাও আবার নবদ্বীপের মতো শহরের বুকে। এতেই তৃণমূলের রুচি প্রমান পায়। তিনি আরও জানান যে ভাবে ওরা দূর্নিতী করেছে আর সংবাদ মাধ্যম তা তুলে ধরছে এতেই এদের আপত। তবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে মানুষ এদের যোগ্য জবাব দেবে। কিন্তু প্রশ্ন নবদ্বীপে শাসক তৃণমূলের রোশে সংবাদ মাধ্যম কেন? উল্লেখ থাকে বিগত দিনে নবদ্বীপে পানিয় জলের সংযোগে সাধারণ মানুষের কাছথেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল নবদ্বীপ পৌরসভার বিরুদ্ধে আর সেই খবর সম্প্রচার করায় সে সময় নবদ্বীপ পৌরসভার তরফে একাধিক সংবাদ কর্মীদের ওপর মামলা দায়ের করে। সেই মামলা এখনো নবদ্বীপ কোর্টে চলছে। এ ছাড়াও একাধিক বার নবদ্বীপের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট থেকে বালি চুরির খবর সম্প্রচারও করা হয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। আর নবদ্বীপ পৌর সভার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নিতির খবর সম্প্রচার হওয়ার পর গত সপ্তাহে নবদ্বীপের এক বিজেপি নেতা কোলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়েরও করেছে। তাহলে কি বারংবার দুর্নিতির পর্দা সরিয়ে সকলের সামনে সঠিক তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করার জন্যই কি তৃণমূলের আক্রোশে সরকারি সংবাদ মাধ্যম? এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

# অপরাধ প্রতিরোধে হাইলাকান্দি ও লালা শহরের ১৫ টি স্থানে বসানো হল সি সি টিভি

**হাইলাকান্দি (অসম) ২৮ মার্চঃ** মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে এবং ছিনতাই, ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ, চুরির ঘটনা এবং অন্যান্য বেআইনি ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং সনাক্ত করার জন্য হাইলাকান্দি ও লালা শহরের ১৫ টি স্থানে সি সি টিভি স্থাপন করল হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতম জানান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও উদ্যোগের অধীনে বিভিন্ন বেআইনি ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং শনাক্ত করার জন্য ২ শহরের নির্বাচিত ১৫টি স্থানে সি সি টিভি বসানো হয়েছে। গত ১৫ মার্চ হাইলাকান্দি জেলা সদরের হাইলাকান্দি এস কে রায় হাসপাতালের প্রবেশপথ ও বর্হিপথ, কাটলিছড়া থেকে হাইলাকান্দি শহরের প্রবেশ পথে তোপখানা লেন, নাগাপট্টি লেন, মাটিজুরি রেলওয়ে ট্রাই-জংশন পয়েন্টের কাছে, এ এস টি সি বাস স্ট্যান্ড গাছতলা (ধোয়ারবন্দ থেকে থেকে হাইলাকান্দি শহরের এন্ট্রি পয়েন্ট), রবীন্দ্র ভবন (সার্কিট হাউস কভারিং), এসবিআই প্রধান শাখা, হাইলাকান্দি পাবলিক স্কুল রোড পয়েন্ট, এস বি আই মেইন ব্রাঞ্চ, এলআইসি অফিসের কাছে কভারিং রবীন্দ্র মেলা , রেড-ক্রস হাসপাতাল পয়েন্ট, আলগাপুর থেকে হাইলাকান্দি শহরের প্রবেশ পথে সৎসঙ্গ মন্দিরের পাশে, সিরিসপুর থেকে হাইলাকান্দি শহরের প্রবেশ পথে ভট্টপাড়া পয়েন্ট এ স্থাপন করে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপারকে সমঝে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে গত ২০ মার্চ লালা শহরের লালা রেলওয়ে স্টেশনের তেমাথা পয়েন্ট, লালা বাস স্ট্যান্ড এস বি আই লালা শাখার পাশে,, লালা পি এইচ সি গেইট এবং লালা বিষ্ণুপুর বাইপাসের ওয়ান স্টপ সেন্টার এ স্থাপন করে লালা থানার ওসি কে সমঝে দেওয়া হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতম হাইলাকান্দি ও লালা শহরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো সি সি টিভি ২৪ ঘণ্টা তদারকি করতে একজন পুলিশ নিয়োগ করতে পুলিশ সুপার ও লালা থানার ওসি কে বলেছেন । যাতে করে বেআইনি অসাংবিধানিক কার্যকলাপ যেমন যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, ছিনতাই, যানবাহন আইন লংঘন, চুরি ইত্যাদি অপরাধ প্রতিরোধ করা যায়।

২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সি সি টিভি বিক্রেতা হাইলাকান্দি থানা রোডের মনোজ দাস এন্ড সন্স ২৪৭ ক্যামেরার পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষেবা বজায় রাখবেন। জেলার সমস্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার কিংবা পুলিশ সুপারের অনুমোদন পাওয়ার পর তাদের প্রয়োজন অনুসারে ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করতে পারবেন।

# বাংলাদেশের আম-কাঁঠাল-আলু নিতে আগ্রহ প্রকাশ চিনের

**ঢাকা, ২৮ মার্চঃ** বাংলাদেশ থেকে আম, কাঁঠাল, আলু, চামড়াজাত ও পাটজাত পণ্য আমদানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চিন। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এই তথ্য জানান। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সই করতে যৌথভাবে খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন বিনিময় নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করা হলে সচিব বলেন, এখনও চুক্তি হয়নি। এখন আলোচনা শুরু হবে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন করতে পারলে ভালো। যদি না হয় আমাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। আলোচনা শেষ না হলে ততদিন যেন আমাদের এলডিসি হিসেবে এই সুবিধাগুলো দেওয়া হয়। তপন কান্তি ঘোষ আরও বলেন, আমরা প্রধানত তৈরি পোশাক রফতানি করি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমরা চিনে ৬৭৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছি। বিপরীতে চিন থেকে ২২ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, বাংলাদেশে চিনের বড় বিনিয়োগ রয়েছে। এখন চিন বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহৎ বিনিয়োগকারী দেশ। এফটিএ সই হওয়ার পর বিনিয়োগ আরও বাড়বে। বাংলাদেশ চিনে আম, কাঁঠাল, আলু, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য রফতানি করতে পারে।

# বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালিয়ে কী পেয়েছে ফাঁস করে দিলেন মহুয়া নিজেই

**দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৮ মার্চঃ** ফের ইডির সমন এড়ালেন মহুয়া মৈত্র। ভোট প্রচারেই ব্যস্ত তিনি। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই আজ, বৃহস্পতিবার ইডি সমন পাঠিয়েছিল তৃণমূলের কৃষ্ণনগরের প্রার্থীকে। কিন্তু সেই সমন এড়িয়ে গেলেন মহুয়া। এ দিন নদিয়ার নয়াচরে নির্বাচনী প্রচারে এসে মহুয়া মৈত্র বলেন যে সিবিআই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে লবডঙ্কা পেয়েছে। এ দিন মহুয়া মৈত্র বলেন, ''সিবিআই এল, আমার বাড়ি সার্চ করল। যাওয়ার সময় আমায় ৫টা পঞ্চনামা ধরিয়ে গেল। সেখানে লেখা, নো ইনক্রিমেন্টিং এভিডেন্স, নো ডকুমেন্ট, নো সিজার। সিবিআই যখন কিছু পায়, তখন ছাতি চিতিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানায়। আমার বাড়িতে কিছুই পায়নি। অভিযান চালিয়ে লবডঙ্কা পেয়েছে। জিনিসটা আমার বেশ হাস্যকর লাগছে। মানুষ সবকিছুই দেখছে।'' মহুয়া মৈত্র আরও বলেন, ''মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না। আমরা গণতন্ত্রে বাস করি। আমি ওপেনলি জীবনযাপন করি। কারোর যদি তা নিয়ে সমস্যা হয়, সেটা তাদের সমস্যা। আগামিদিনে কী হয়, কেউ জানে না। কে জেলে বসে, কে সিংহাসনে বসে, তা মানুষই সিদ্ধান্ত নেবে।'' ইডির সমন পাঠানো নিয়ে বলেন, ''সবে তো শুরু। ইডি আসবে, সিবিআই আসবে। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। আমি তো সবাইকে বলি, কৃষ্ণনগরে আসুন, সরপুরিয়া খান, আর আমার ভোটটা বাড়ুক। প্রধানমন্ত্রী বিজেপি প্রার্থীকে ফোন করবেন না তো কী আমায় ফোন করবেন!'' দিল্লিতে ইডি ডেকে পাঠানো নিয়ে মহুয়া মৈত্র বলেন, ''কে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি দিল্লি হাই কোর্টে কেস করেছিলাম ২ সপ্তাহ আগে। বলেছিলাম মিডিয়াকে তথ্য লিক করা হচ্ছে। তখন ইডি হলফনামা দিয়ে হাইকোর্টে বলেছিল যে আমরা লিক করছিনা। আমি তো আপনাদের বলিনি। ইডি হলফনামা দিয়ে বলেছে ওরা কী করছে, তা মিডিয়াকে বলা হবে না,আপনাদের কে বলেছে এইসব, বলতে পারব না।''

# স্বাস্থ্যসাথীর টাকা তৃণমূলের পৈত্রিক সম্পত্তি না কি? শুভেন্দু

**দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৮ মার্চঃ** রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও বসিরহাটে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন রেখা পাত্র। এই দাবি করে তৃণমূলের করা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি প্রশ্ন করেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা কি পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে ওই টাকা এনেছেন? এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, ''কী সাহস! একজন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের প্রতিবাদী মুখ, রেখা পাত্র। দলিত কন্যা। তাঁর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছে। আমি প্রশ্ন করি ওই ভাটাংশুকে, স্বাস্থ্যসাথীর টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের পৈত্রিক সম্পত্তি না কি? আমরা কোনও প্রকল্পকে বিজেপির প্রকল্প বলি? আমরা বলি, ভারত সরকারের অর্থ মোদিজি চালু করেছেন। কী সাহস! বলছে দিদির খাবি, আর মোদির গুণগান করবি? যেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে এই সুযোগগুলো জনগণকে দিচ্ছে। গোটা রাজ্যটা দেউলিয়া। কী দিয়েছেন আপনারা? মায়েরা ঝাঁটা ধরবেন না? মাধ্যমিকে ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী কমেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ২ লক্ষ পরীক্ষার্থী কমেছে। কী বেড়েছে জানেন? ডিয়ার লটারি আর রাজ্যে ২১ হাজার মদের দোকান। এই রাজ্যের মদশ্রী মুখ্যমন্ত্রী আপনাদেরকে ২১ হাজার মদের দোকান দিয়েছে।'' এদিন তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে রেখা পাত্রের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের তথ্য তুলে ধরে লেখা হয়, 'হাতে নাতে ধরা পড়েছে। বসিরহাটে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র দ্বিচারিতার চরম নজির রেখেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে নিতে তিনি দিল্লির জমিদারদের হাত ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পরের বার ওনাকে ফোন করলে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। কী করে আমাদের নেত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে ছাপিয়ে গিয়েছে।' তৃণমূলের এই পোস্টকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে রেখা পাত্রের সরকারি গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনার অভিযোগ তুলেছে তারা। বিজেপির অভিযোগ, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই তথ্য জোগাড় করেছে তৃণমূল। এতে স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের তৃণমূলিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

# বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী বললেন, দলের মুমূর্ষু অবস্থা, বিক্ষুব্ধদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব

**দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ মার্চঃ** দলের মুমূর্ষু অবস্থা, এমন সঙ্কটে প্রয়োজনে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। তবু ঐক্যবদ্ধ লড়াই প্রয়োজন। কর্মীদের উদ্দেশে এমন বার্তা দিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন বাঁকুড়া তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। তৃণমূল প্রার্থীর এই বক্তব্যেকেই হাতিয়ার করেছে বিজেপি। তারা বলছে, ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।
লড়াইয়ের আগেই হার স্বীকার করে নিচ্ছেন শাসকদলের প্রার্থী। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ্য এসে পড়েছিল। বহু জায়গায় গোঁজ প্রার্থী দিয়ে আবার কোথাও সরাসরি বিরোধী দলে গিয়ে বিক্ষুব্ধরা বিপাকে ফেলেছিল তৃণমূলকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার হুঁশিয়ারি দিলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সমস্যা এড়াতে পারেনি তৃণমূল।
পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে পঞ্চায়েত গঠনের জন্য বিক্ষুব্ধদের ঘরে ফেরাতে বাধ্য হয় তৃণমূল। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে কার্যত সমস্ত বিক্ষুব্ধদের জন্যই দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হল। শুধু বিক্ষুব্ধদের দলে আহ্বান জানিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করার ডাকই নয়, প্রয়োজনে অভিমানী কর্মীদের দলে ফেরাতে

পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দিলেন তৃণমূল প্রার্থী। অরূপবাবু শুধু তৃণমূল প্রার্থী নন, তিনি বাঁকুড়ার তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদেও রয়েছেন। ফলে তাঁর এই বার্তাকে জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন অনেকে। বুধবার বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবনে ২ নম্বর ব্লকের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ছিল। সেখানেই অরূপবাবু কর্মীদের উদ্দেশে এই বার্তা দেন। বলেন, ''ঐক্যবদ্ধ ভাবে দল করতে হবে। যারা তা পারবেন না, তাঁরা দয়া করে দল ছেড়ে চলে যান। দলের এই মুমূর্ষু অবস্থায় আমি দলে বিভাজন হতে দেব না। প্রয়োজনে পায়ে ধরে নেব।'' এরপরেই দলের কর্মীদের প্রতি অরূপ চক্রবর্তীর বার্তা, ''এই সময়ে কে বড়, কে ছোট, তা দেখার সময় নয়। মনোমালিন্য, মান অভিমান দূরে ঠেলে সকলে একসঙ্গে লড়াই করুন।'' নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাগ অভিমান করে অনেকেই বিরোধী দলে চলে গিয়েছিল। তাঁরা আমাদের সম্পদ। কেউ দোষ করে থাকলে তিনি পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।'' অরূপ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যে হাতে অস্ত্র পেয়েছে বিজেপি। বাঁকুড়া লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের কটাক্ষ, ''অরূপ চক্রবর্তী আসলে তৃণমূলের আসল অবস্থাটাই বলে ফেলেছেন। একথা বলার অর্থ লড়াইয়ের আগেই তিনি হার স্বীকার করে নিয়েছেন।''

# কুকথা! দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় গেলেন এক দুর্গাপুরের এক মহিলা

**দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৮ মার্চঃ** কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই কিন্তু মহিলা হয়ে একজন মহিলার নামে কুকথার প্রতিবাদে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। দুর্গাপুরের এমএএমসি টাউনশিপের বাসিন্দা কাজল দাস বুধবার দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের জন্যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন দিলীপ ঘোষকে শোকজ করে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে। এর মধ্যেই বুধবার দিলীপ ঘোষের বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মনোজ চাঁদ নামে এক আইনজীবী। একই দিনে দুর্গাপুরের এমএএমসি টাউনশিপের বাসিন্দা সাধারণ গৃহবধূ কাজল দাসও দিলীপ ঘোষের বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, একজন মহিলা হয়ে আরও একজন মহিলা, যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ। তাই এই অভিযোগ করলাম। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগে, দলের তরফ থেকে দিলীপ ঘোষকে শোকজ করা হয়েছে। কমিশনের তরফ থেকেও দিলীপ ঘোষকে শোকজ করা হয়েছে। যদিও দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবারই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বর্ধমানের টাউন হলে প্রাতঃভ্রমণের সময়ে তাঁকে এলাকারই একাধিক মহিলার সঙ্গে জনসংযোগ করতেও দেখা যায়। বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর বিরুদ্ধে দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা।

# নির্বাচনী বিধি ভেঙে মুরগির বাচ্চা বিলি, তৃণমূলের নামে উঠল অভিযোগ

**দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৮ মার্চঃ** ভোটের বাজারে জমজমাট 'মুরগির লড়াই'। বিডিও অফিস থেকে বিলি করা হয়েছিল মুরগির ছানা। অভিযোগ, মুরগি বিলি করে আদপে ভাঙা হয়েছে নির্বাচনের বিধি। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটারদের প্রভাবিত করতে এসব করা হচ্ছে। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে সরব বিরোধী শিবির। অভিযোগ, কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক অফিস থেকে নিয়মমাফিক মুরগি ও হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়। তবে ভোট ঘোষণা হওয়ায় কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্লক অফিসে মুরগির বাচ্চা বিতরণ না করে কৃষ্ণগঞ্জ বাজার এলাকার একটি

আমবাগান থেকে এই মুরগির বাচ্চা বিলি করা হয় বলে অভিযোগ। সেখানে পঞ্চায়েতের এক সদস্যও ছিলেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে তোলপাড় হয়। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের বিজেপি নেতা অমিতকুমার পরামাণিকের অভিযোগ, ভোট ঘোষণা হওয়ার পর ব্লক প্রশাসন কীভাবে এমনটা করতে পারে? তাঁর অভিযোগ, দল আর সরকার এক নয়। তৃণমূল সেটাই গুলিয়ে ফেলেছে। তাঁর অভিযোগ, এই বিলি অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূলের নেতারা। সরকারি পরিষেবা দিতে কেন তাঁরা যাবেন? বিজেপি নেতার অভিযোগ, শুধু মুরগির বাচ্চাই নয়, আবাস থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবক্ষেত্রেই তৃণমূল ভোটের রাজনীতি করছে। বিজেপি জানিয়েছে, এ নিয়ে তারা নির্বাচন কমিশনে যাবে। অন্যদিকে এ নিয়ে সরব সিপিএমও। সিপিএমের কৃষ্ণগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক সুপ্রভাত দাস জানান, এভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করা নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে হয় না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলছেন তাঁরাও। তবে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ও প্রাক্তন যুব সভাপতি গোপাল ঘোষের দাবি, যদি এ ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই নির্বাচন বিধিভঙ্গের আওতায় পড়বে। যা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

# বাঁকুড়ায় ভিতর ভিতর 'খেলা ঘোরাচ্ছে' তৃণমূল কংগ্রেস!

**দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ মার্চঃ** ভোটের আগে বিজেপির 'রক্তক্ষরণ' অব্যাহত বাঁকুড়ায়। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ময়দান যেন আরও শক্ত করতে মরিয়া শাসকদল তৃণমূল। বলা বাহুল্য, রাঙা মাটির জেলায় ভিতর-ভিতর নিজেদের শক্তি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে তারা। আর অন্যদিকে যেন ঘর ভাঙছে বিজেপির। এবার পদ্ম পতাকা ছেড়ে ঘাসফুল পতাকা হাতে তুলে নিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৩৫ জন। গতকাল সন্ধ্যেয় দলে নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বাঁকুড়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অরুপ চক্রবর্তী। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের পর এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের ঘটনা ঘটল বাঁ ছাতনা ব্লক এলাকায়। ছাতনা ব্লকের শালডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জীব মাল সহ বিজেপির ৩৫ জন কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবন থেকে দলবদলুরা দাবি করে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় এবং এলাকায় উন্নয়নের জন্যই এই বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বস্তুত, গতবারের ভোটে জেলায় ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। তবে বিজেপি অভিযোগ মানতে নারাজ। বিজেপির বাঁকুড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, পদ্মশিবিরের দাবি ভয় দেখিয়ে ও চাপ দিয়ে এভাবে পঞ্চায়েত সদস্যকে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

# পাথর খাদানের ৬০ ফুট নীচে তৃণমূল নেতাকে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ!

**দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ মার্চঃ** শ্রমিকদের মজুরি ঘিরে বিবাদের জেরে বীরভূমের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের এক নেতাকে মেরে পাথর খাদানের ৬০ ফুট নীচে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক পাথর খাদান মালিকের বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পাথর খাদান মালিক তারক টুডুকে আদালতে হাজির করিয়ে ১০ দিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। তারই ভিত্তিতে মহম্মদবাজারের হরিণ সিংয়া গ্রামের কাছে নিখোঁজ তৃণমূল নেতার খোঁজে জেসিবি দিয়ে পাথর খোঁড়ার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার বিকেল থেকে নিখোঁজ তৃণমূলের বীরভূমের শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন খান। সালাউদ্দিনের মোবাইল ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে, সেদিন বিকেলে প্রথমে মহম্মদ বাজারে গিয়েছিলেন তিনি। শেষ লোকেশনে দেখা যায় হরিণ সিংয়ার সংশ্লিষ্ট পাথর খাদানে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, হরিণ সিংয়ার সংশ্লিষ্ট পাথর খাদানের শ্রমিকদের মজুরি ঘিরে সম্প্রতি মালিকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল সালাউদ্দিনের। সেই সূত্রেই ওই পাথর খাদানের মালিক তারক টুডুকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে ধৃত খুনের কথা স্বীকার করে জানায়, প্রমাণ লোপাটের জন্য খাদানের ৬০ ফুট নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেতাকে। এরপরই জেসিবি দিয়ে খাদানের সংশ্লিষ্ট এলাকার পাথর তোলার কাজ শুরু হয়েছে। যেভাবে খাদানের গভীরে দেহটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেহ উদ্ধারে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগতে পারে। তাই রাতেও খোঁজার কাজ চালিয়ে যেতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

# দিন্দাকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন অভিজিৎ

**দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৮ মার্চঃ** জোরদার প্রচার চলছে সব রাজনৈতিক দলের। শাসক থেকে বিরোধী সকলেই নেমে গিয়েছে ময়দানে। বৃহস্পতিবার বিধায়ক তথা খেলোয়াড় অশোক দিন্দার বিধানসভা এলাকা ময়নায় প্রচারে নামলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। চলল ম্যারাথন প্রচাক ও জনসংযোগ। আজ প্রথমে নতুন পুকুর ভান্ডার চণ্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে উনি প্রচার শুরু করছেন। বিকেলে স্বর্গীয় বুথ সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ ভুঁইয়ার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। এরপর একটি কর্মিসভায় যোগ দেবেন তিনি। এদিনের এই কর্মসূচিতে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দা। এ প্রসঙ্গে অশোক দিন্দা বলেন, ''আমরা ২ লক্ষের বেশি ভোটে জিতব। ময়নার সম্বন্ধে ওনার কী ধারণা শুনব। এটা আমাদের সৌভাগ্য তমলুক লোকসভায় আমরা ওনাকে পেয়েছি। উনি মানুষের জন্য কী কী করেছেন সেটা সকলে দেখেছেন। আর সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেলে কী করতে পারেন সকলে জানেন।''

# অভিজিৎ গাঙ্গুলির জন্য এবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

**দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৮ মার্চঃ** কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এবারের লোকসভা ভোটে তমলুক থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। রাজনীতির ময়দানে নতুন ইনিংসও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন লোকসভা ভোটের জন্য। এসবের মধ্যেই আরও এক বড় খবর। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এবার তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগের সময় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। সূত্রের খবর, আজ থেকে চারজন বিএসএফ জওয়ান থাকবেন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে। উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম চর্চিত প্রার্থী হলেন বিজেপির অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মধ্যেও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। তমলুক জয়ের বিষয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপরীতে বাম ও তৃণমূল উভয় শিবিরই প্রার্থী করেছে দুই তরুণ মুখকে। একদিকে তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য, অন্যদিকে সিপিএমের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট প্রচারের ময়দানে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠেছে তমলুকের রাজনীতির আঙিনায়। এসবের মধ্যেই এবার তমলুকের বিজেপি প্রার্থীর জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই অপর এক বিজেপি প্রার্থীর জন্যও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী। সাংসদ থাকাকালীন জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তাই পেতেন তিনি। পরে যখন তৃণমূলে যোগদান করেন, তখন রাজ্য পুলিশ তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। এখন বিজেপিতে ফিরে আবার আগের মতোই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাচ্ছেন অর্জুন সিং।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ৪০-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ২৮.০৩.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম/অবস্থান ঃ** আসানসোল ডিভিসন– ছোটা আম্বোনা-তে এমএসডিএসি-র মাধ্যমে ডুয়াল ডিটেকশন-এর ব্যবস্থা। **বিজ্ঞপিত টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৫৯,৫৯,৩৪৩.২৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২৯,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র জারির তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৪.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** http://www.ireps.gov.in। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডারদাতা/বিডারগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (ASN-254/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডারিং-এর জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এইচডব্লুএইচ-I-০৪-২৩-২৪ (ওপেন টেন্ডার) (সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম), তারিখ ২৭.০৩.২০২৪।** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-I/পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট (২য় তল), হাওড়া রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য সিল করা টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়েতে হাওড়া ডিভিসনের পাকুড় ইয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের অন্তর্গত পাকুড়ে এনআই কাজের সাথে সম্পর্কিত পাকুড় ইস্ট আউটার কেবিন-এর সীমানা প্রাচীর, এলসি ৩৯-এ গেট লজ নির্মাণ, ভিডিইউ রুম ও মেইনটেন্যান্স রুম নির্মাণ, এলসি ৩৯-এ পাথওয়ে, ড্রেন ও রাস্তার কাজ, পি.ওয়ে কাজ এবং পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর সাথে বিজি ট্র্যাক সংযুক্ত করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ নানাবিধ কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৪৫,৯৮,৬৪৫.৯৭ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,২৩,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৪.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে ও তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (CON-106/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**NOTICE INVITING QUOTATION**
**Bearing No-60,61,62 & 63 of 2023-24**

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. El Work for CAPF Accommodation: 1. Katwa Police Station(35 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.60). 2. Moteswar Police Station(23 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.61). 3. Jamalpur Police Station(24 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.62). 4. Khandaghosh Police Station(17 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.63). Last date of issue of Tender Papers is up to:-**2 P.M on 03.04.2024**. L/D of tender dropping **05.04.2024 (up to 2 P.M.)** & all tenders received will be opened shortly thereafter.

**Sd/-Executive Engineer, P.W.D.**
**Bardhaman Electrical Division**

**NOTICE INVITING QUOTATION**
**Bearing No-74,75,76 & 77 of 2023-24**

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. El Work for CAPF Accommodation: 1. Kalna Police Station(34 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.74). 2. Galsi Police Station(22 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.75). 3. Purbasthali Police Station(19 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.76). 4. Nadanghat Police Station(19 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.77). Last date of issue of Tender Papers is up to:-**2 P.M on 03.04.2024**. L/D of tender dropping **05.04.2024 (up to 2 P.M.)** & all tenders received will be opened shortly thereafter.

**Sd/-Executive Engineer, P.W.D.**
**Bardhaman Electrical Division**

# 'তোমার বিচার হায় হায়', অভিজিতের নামে পড়ল পোস্টার

**দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৮ মার্চঃ** তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে পোস্টার পড়ল মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে। মেদিনীপুর লোকসভার নারায়ণগড় বিধানসভা এলাকায় প্রাক্তন বিচারক তথা তমলুক লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। আর যা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। 'বিচারকের পদ ছেড়ে বিজেপি প্রার্থী, তোমার বিচার হায় হায়', এভাবেই পোস্টার পড়ছে নারায়ণগড় বিধানসভা এলাকাতে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত জব

কার্ড হোল্ডারদের পক্ষ থেকেই এই পোস্টারিং করা হয়েছে। আর যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অভিযোগ, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারকের পদ ছেড়ে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার পরই জনগণের একাংশের মন ভেঙেছে। তিনি বর্তমানে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে এর আগেও পোস্টার পড়েছিল। প্রার্থী হিসাবে তমলুকে অভিজিতের নাম ঘোষণা হওয়ার আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে তাঁর নামে পোস্টার পড়ে। বিজেপি কার্যালয়ের সামনে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে পড়ে পোস্টার। 'অভিজিৎ তুমি তো লোভী তাই বিজেপিতে, জবাব চাইছে মানুষ জবাব দাও'। যদিও প্রথম থেকেই 'নো ভোট টু তৃণমূল' স্লোগান তুলেছিলেন। এদিকে, আবার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল।

# 'বিয়ে করলে বউয়ের ধোলাই খেতে হতো', দিলীপ নিয়ে 'বেলাগাম' তৃণমূলের খোকন

**দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৮ মার্চঃ** সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। যার জল গড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত। বিজেপিও মোটেই খুশি নয়। জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে তাঁকে। কমিশনও শোকজ করেছে। এবার সেই দিলীপকে নিশানা করতে গিয়ে আরেক বিতর্ক বাধালেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। তিনিও রীতিমতো বেলাগাম। বলেন, ''দিলীপ ঘোষ তো বিয়ে করেননি। তাই মা-বোনদের সম্মান নিয়েও মাথাব্যথা নেই।'' বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবার বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। খোকন দাসের দাবি, দিলীপের প্রার্থী পদ বাতিল করা হোক। একইসঙ্গে খোকন বলেন, ''আমি শুনেছি উনি বিয়ে করেননি। বিয়ে করেননি বলেই মা বোনদের সম্পর্কে, নারীজাতি সম্পর্কে এই কথা বলতে পারেন। বিয়ে করলে আগে ঘরে গিয়ে বউয়ের ধোলাইটা খেতে হত মেয়েদের সম্পর্কে এরকম বলার জন্য।'' একইসঙ্গে খোকন বলেন, ''আমরা এরকম কথা বললে আগে ঘরে বউ পেটাত। বলত, আমাদের সম্পর্কে কী বলেছ? দিলীপ ঘোষের তো সেটা সুবিধা।'' খোকনের এ হেন বক্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন, ''উনি যে ঘরের ভিতর ভয়ে থাকেন এ বক্তব্যে সেটাই বুঝলাম। বাড়িতে অভ্যাস আছে মনে হচ্ছে।''

**মুম্বই ভেঙে চুরমার**

# ‘রোহিত টিম’ বনাম ‘হার্দিক টিম’ ঝামেলা প্রকাশ্যে!

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

এমন হওয়ারই ছিল? এর বীজ কি বুনেছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা? এই দুটো মোক্ষম প্রশ্ন এখন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আইপিএলের দুনিয়ায়। প্রথম ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের কাছে হার। দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ভরাডুবি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এতদিনের সুনাম যেন জোড়া হারের ধাক্কায় ধুলোয় মিশে গিয়েছে। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের এমন দশা কেন? রোহিত শর্মাকে নেতৃত্ব থেকে সরানোই আসল কারণ হিসেবে তুলে ধরছেন সবাই। হার্দিক পান্ডিয়া যতই ভালো অলরাউন্ডার হোন, ম্যাচ উইনার হোন, গুজরাটকে দু'বার আইপিএলের ফাইনালে তুলুন, মুম্বইয়ের মতো হেভিওয়েট টিমকে নেতৃত্ব দিতে গেলে ক্রিকেট দর্শন লাগে, তা কি আছে তাঁর? পরিস্থিতি এমন যে, ঘরে বাইরে মুম্বই ভেঙে চুরমার। প্যাট কামিন্সের টিম মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২৭৭ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করেছিল। বোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে হার্দিকের ভুলত্রুটি উঠে এসেছে আলোচনায়। ব্যাটিং সহায়ক পিচে বিপক্ষের আগ্রাসী ব্যাটারদের কি ভাবে থামাতে হয়, তা কি জানেন না হার্দিক? মাঠে নামার আগেই টিম ভেঙে দিয়েছেন কার্যত ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারাই। রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে নেতা বাছার মধ্যেই ছিল অদূরদর্শীতা। হার্দিককে এই মরসুমে রোহিতের ডেপুটি হিসেবে রাখা উচিত ছিল, এমন কথা প্রাক্তনরা বহুবার বলেছেন। তা যে যুক্তিপূর্ণ, তা বোঝা যাচ্ছে এ বার। নেতৃত্ব থেকে সরানোর মতো যে সিদ্ধান্ত কর্তারা নিয়েছিলেন, রোহিত তা একেবারেই মেনে নেননি। মাঠেও তার প্রভাব পড়ছে। হার্দিক যত ভালো অলরাউন্ডার হোন না কেন, ক্যাপ্টেন্সি আর্ট এখনও শিখতে হবে তাঁকে। বিপক্ষ টিমের গভীরতা পড়ে ফেলা, সেই মতো স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা এ সবে রোহিত চ্যাম্পিয়ন। রোহিত ছাঁটায়ের পর মুম্বই টিম যে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে, তা কর্তারা অনুমান করতে পারেননি, ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। যে ক্যাপ্টেন দীর্ঘদিন টিম চালিয়েছেন, যাঁর নেতৃত্বে একাধিক প্লেয়ার উঠে এসেছে, সেই রোহিতের উপর তাঁদের আস্থা ও ভরসা যে বেশি থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। সেটা ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা বুঝতে পারলেন না? মুম্বই ড্রেসিংরুমে এখন দুটো টিম। টিম রোহিত এবং টিম হার্দিক। টিম রোহিতে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরা, সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা সহ আরও অনেকে। টিম হার্দিকে রয়েছেন ঈশান কিষাণ এবং বেশ কিছু নতুন মুখ। যাঁরা মুম্বইয়ের হয়ে বেশি দিন খেলছেন না। রোহিতের হারানোর কিছু নেই। কিন্তু হার্দিকের চাপ অনেক বেশি। গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে যেমন গ্যালারির কটাক্ষ নিতে হয়েছে তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। অনেকেই হার্দিককে অবিলম্বে সরিয়ে রোহিতকে ফেরানোর দাবি তুলে দিয়েছেন। দুটো ম্যাচে ভরাডুবির পর মুম্বইয়ের এ বারের আইপিএলে ফিরে আসা বেশ কঠিন। সময় হয়তো রয়েছে, কিন্তু টিমই যদি ভেঙেচুরে যায়, তা হলে কে নেবেন দায়িত্ব?

## সমালোচনা এ বার গিলতে হবে, স্টিমাচকে তুলোধনা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** আফগানিস্তানের কাছে হার মেনে নিতে পারছেন না এ দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। এগিয়ে গিয়েও ১-২ গোলে হেরেছে ভারতীয় টিম। তাও আবার আফগানিস্তানের প্রথম সারির অধিকাংশ ফুটবলারই খেলেননি ওই ম্যাচে। এই হারের ফলে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে নিজেদের রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে ব্লু টাইগার্স। ভারতীয় টিমের কোচ ইগর স্টিমাচের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। কয়েক দিন আগেই এক সংবাদ মাধ্যমে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের পারফরম্যান্স নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ইগর। সুনীলদের হেডস্যার বলেছিলেন, ‘‘কুয়াদ্রাত কেমন কোচ, তা লিগ টেবিলে ইস্টবেঙ্গলের পজিশনই বুঝিয়ে দিচ্ছে।’’ এই মন্তব্যকে মোটেও ভালো ভাবে নেননি লালহলুদ জনতা। ওই সমালোচনা এ বার বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তানের কাছে হারের

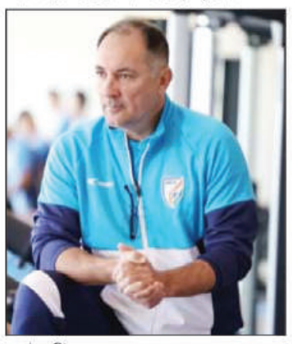

পরই স্টিমাচকে তুলোধনা করেছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় কোচকে তীব্র ভর্ৎসনায় ভরিয়ে দেন অনেকে। কেউ কেউ তো স্টিমাচের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। যে কোনও কোচেরই আর এক টিমের কোচের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচের প্রতি স্টিমাচের মন্তব্যে শ্রদ্ধার ছিটেফোঁটা ছিল না। যা ভালো ভাবে নেননি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। অনেকে মজা করে বলছেন, এই ইস্টবেঙ্গলকে পেলে চ্যাম্পিয়ন করা তো দূর, স্টিমাচ হিমসিম খেয়ে মাঝপথেই হয়তো কোচিং ছেড়ে দিতেন। আফগানিস্তান কাছে হারের পর দলের ব্যর্থতাকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন সুনীলদের হেডস্যার। ফেডারেশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। বিভিন্ন ইস্যুতে এখন কোণঠাসা ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। স্টিমাচ বলছেন, পরবর্তী রাউন্ডে ওঠার আশা ভারতের এখনও আছে। রাহুল ভেকে, গুরপ্রীতদের এই জঘন্য পারফরম্যান্স অবশ্য সেই আশা দেখাতে ব্যর্থ। কিন্তু ভারতীয় টিমের কোচ নিজের কাজ ভুলে অন্য কোচের খুঁত বের করার দিকে মনোযোগী। স্টিমাচ যদি ভারতকে পরের পর্বে নিয়ে যেতে না পারেন, তা হলে চাকরিও খোয়াতে হতে পারে।

## সেই দুই টিম, শুক্র-রাতে কি আবার বিরাট বনাম গম্ভীর দেখা যাবে?

**বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চঃ** রিঙ্কু সিং বনাম যশ দয়াল? কেকেআর বনাম আরসিবি? ফাফ দু'প্লেসি দলবল নিয়ে নামবেন ঘরের মাঠে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রানের ফোয়ারা ছুটবে। আন্দ্রে রাসেল ফের চার-ছয়ের রোমাঞ্চকর রাত

তৈরি করবেন। ডেথ ওভারে আবার হিরো হবেন দীনেশ কার্তিক। আর থাকবেন বিরাট কোহলি। যিনি গত ম্যাচেই দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি করেছেন। ঘরের মাঠে আবার ঝলসে উঠবেন ভি'কে। না, স্রেফ এইসব সহজ অঙ্ক দিয়ে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না শুক্রবাতের হট ফেভারিট আইপিএল ম্যাচ। উইক এন্ডে বিউগলের তালে তালে গ্যালারি নাচবে যখন, তখন কিন্তু অন্য আরও এক লড়াইয়ের মৌতাত খোঁজার চেষ্টা করবেন ক্রিকেট প্রেমীরা। গৌতম গম্ভীর বনাম বিরাট কোহলি। দুই ক্রিকেটারের লড়াই মুম্বই বনাম চেন্নাই কিংবা কেকেআর বনাম মুম্বইয়ের মতো হটচ ফেভারিট ম্যাচের থেকেও আইপিএলে অনেক বেশি উত্তেজক। বিরাট বনাম গম্ভীরের সূত্রপাত কেকেআর-আরসিবি থেকেই। গম্ভীর তখন কেকেআরের ক্যাপ্টেন। আর বিরাট নেতা আরসিবির। বেঙ্গালুরুর স্টেডিয়ামে একটা ম্যাচে মাঠেই প্রকাশ্যে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন বিরাট ও গম্ভীর। প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল পরিস্থিতি। তার পর সময় যত গড়িয়েছে, দিল্লির দুই ক্রিকেটারের ঝামেলার মেয়াদও বেড়েছে।

## মন ভার হবে মেসি ভক্তদের, অবসর নিয়ে অকপট এলএম১০

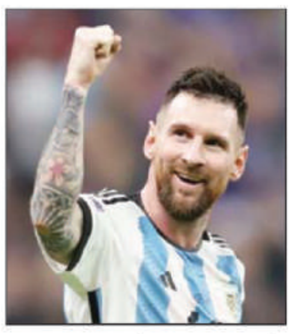

**বুয়েনস আইরেস, ২৮ মার্চঃ** আর্জেন্টাইন সুপারস্টার চিরতরে বুটজোড়া তুলে রাখবেন আর লিওনেল মেসির পায়ের জাদু দেখা যাবে না এমনটা কোনও মেসিভক্তই চাইবেন না। যে কারণে মেসির অবসর প্রসঙ্গ উঠলেই চোখ ছলছল করে ওঠে তাঁর অনুরাগীদের। ৩৬ বছরের মেসি আজও মাঠে নামলে ফুল ফোটান। কেরিয়ারে ইতি টানার প্রসঙ্গ নিয়ে এ বার অকপট আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। কাতার বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের যে কথা শুনে তাঁর ভক্তদের মন ভারাক্রান্ত হতে পারে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মেসিকে তাঁর অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ইন্টার মায়ামি এখন মেসির ঠিকানা। তিনি জানান এখনই ফুটবলের পাট চুকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। অবসর এই প্রসঙ্গে মেসি বলেন, ‘‘যখন আমার মনে হবে যে আমি আর পারফর্ম করতে পারছি না, খেলাটা আর উপভোগ করছি না বা আর সতীর্থদের সাহায্য করতে পারছি না, তখন বুঝে যাব আমার খেলার সময় শেষ।’’ এলএম টেন সেখানেই থেমে না থেকে বলেন, ‘‘আমি বড় আত্মসমালোচক। তাই আমি বুঝি কখন আমি ভালো খেলছি, আর ঠিক কখন খারাপ খেলছি। যখন আমার মনে হবে এখন সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সময় এসেছে, আমার বয়স কত তা মনে না রেখেই আমি অবসরের সিদ্ধান্ত নেব।’’ ফুটবল অন্ত প্রাণ মেসি অবশ্য জানিয়েছেন, যদি খেলার সঙ্গে তাঁর ভালো লাগার অনুভূতিটা থাকে, তা হলে তিনি সব সময় চেষ্টা করবেন খেলতে। কারণ, তিনি খেলতেই ভালোবাসেন এবং কীভাবে খেলতে হয় সেটাও ভালো জানেন। গত বছরের জুলাইতে আর্জেন্টিনার এক টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছিলেন, বয়সের কারণে তাঁর অবসর আর বেশি দূরে নয়। তবে তিনি এও জানিয়েছিলেন যে, তিনি অবসর নিয়ে এখনই কিছু ভাবেননি। বরং প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করায় তিনি বিশ্বাসী।

## ফের রিঙ্কু সিং বনাম যশ দয়াল, কার ফ্রাইডে ‘গুড’ হবে!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ** নতুন মরসুম, নতুন দল, সেই পুরনো ছবির প্রত্যাশায় কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকরা। সেটা কবে! শুক্রবার। গুড ফ্রাইডে প্রকৃত অর্থে কার জন্য গুড হবে! তা বলা কঠিন। নজর থাকবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে। হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে ঘরে ফিরেই জয়ে ফিরেছে। চিন্নাস্বামীতে প্রথম হোম ম্যাচে পঞ্জাব কিংসকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারিয়েছে আরসিবি। এ বার নজরে কেকেআর ম্যাচ। দুদলের লড়াইয়ের পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ রিঙ্কু সিং বনাম যশ দয়াল।গত আইপিএল থেকে এই আইপিএল। কেকেআর ব্যাটার রিঙ্কু সিংয়ের জীবন অনেক দিক থেকে বদলে গিয়েছে। গত মরসুমের আগে অবধি কেকেআর টিমেও নিয়মিত ছিলেন না রিঙ্কু। হাতে গোনা কিছু ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেক ম্যাচে নামতে স্রেফ পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবে। তাতেও অবশ্য জান লড়িয়ে দিতেন। আর গত আইপিএলে রিঙ্কু হয়ে ওঠেন নায়ক। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। সকলেই যখন ধরে নিয়েছেন, আরও হার অপেক্ষা করছে কেকেআরের জন্য, যোদ্ধার মতোই লড়াই রিঙ্কুর। কথায় আছে, কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। খেলাতেও সেটা হয়। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে শেষ ওভারে টানা পাঁচটি ছয় মেরে জিতিয়ে নায়ক হয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। আইপিএলে অনবদ্য পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছিলেন দ্রুতই। জাতীয় দলে সুযোগ আসে রিঙ্কুর। একের পর এক নজরকাড়া পারফরম্যান্স। বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রিঙ্কু সিংকে। সব কিছু ঠিক থাকলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও জায়গা হবে রিঙ্কুর। সেই ম্যাচে রিঙ্কুর কেরিয়ারে যেমন টার্নিং পয়েন্ট ছিল, আরও একজনেরও। শেষ ওভারে পাঁচ ছক্কা খাওয়া যশ দয়ালের। কেরিয়ারের শুরুতে অনেক কিছু শেখার থাকে। যশ দয়াল সেই এক ধাক্কায় শিখেছিলেন, ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য লড়াই করতে হবে। শুক্রবার আরও একবার মুখোমুখি রিঙ্কু সিং ও যশ দয়াল। রিঙ্কু কেকেআরেই রয়েছেন। গুজরাট টাইটান্স রিটেইন করেনি যশ দয়ালকে। নিলামে তাঁকে নিয়েছে আরসিবি। এখনও অবধি পারফরম্যান্সে ভরসা দিয়েছেন এই বাঁ হাতি পেসার। রিঙ্কু বনাম যশ, এই দ্বৈরথেও নজর থাকবে।

## মেসির আগমনে দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড গড়তে চলেছে যে স্টেডিয়াম

**ফ্লোরিডা, ২৮ মার্চঃ** লিওনেল মেসি যেখানে যাবেন, প্রচারের আলো সেখানে গিয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলও বদলে গেছে। তাঁর কারণেই দেশটির মানুষের ফুটবল উন্মাদনা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলেছেন, সেটাকে কেউ কেউ ‘মেসি-ইফেক্ট’ও বলছেন। মেসিকে ঘিরে এবার উন্মাদনা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ম্যাসাচুসেটসে। মায়ামিতে নাম লেখানোর পর সেখানে যে প্রথমবার খেলতে যাবেন তিনি। সেটাও আজ থেকে ঠিক এক মাস পর, ভারতীয় সময় ২৮ এপ্রিল। অথচ স্থানীয় ক্লাব নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে মেসির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচটির জন্য ছাড়া ৬০ হাজার টিকিট এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। রেভুলেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের হাতে এখনো প্রায় পাঁচ হাজার টিকিট আছে। এই টিকিট চাইলে যখন-তখন বিক্রি করতে পারে। তবে টিকিটগুলো কত দামে বিক্রি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাকি প্রায় পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেলে নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের ঘরের মাঠ ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে ফুটবল তো বটেই, যেকোনো খেলায় দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড হয়ে যাবে। বর্তমানে জিলেট স্টেডিয়ামে সবচেয়ে বেশি দর্শক নিয়ে ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের রেকর্ড ২০০২ সালে এমএলএস কাপে, নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির সেই ম্যাচে ৬১ হাজার ৩১৬ জন মাঠে বসে খেলা দেখেছিলেন। এ মাঠে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ডটা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে, যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকোর বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ৫৭ হাজার ৮৭৭ জন ফুটবলপ্রেমী। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল) দল নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসেরও ঘরের মাঠ এই জিলেট স্টেডিয়াম। ছয়টি সুপারবোল (এনএফএল চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) জেতা দলটিও এক ম্যাচে এত দর্শক আনতে পারেনি, যতটা মেসির টানে আসতে চলেছেন। এমএলএসের এক মরসুমে গড়ে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪২ হাজার ৯৪৭ জন

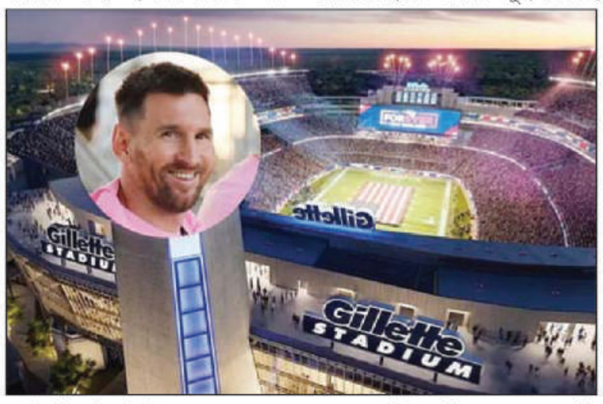


দর্শক জিলেট স্টেডিয়ামে আয়োজক নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ২০১৫ সালে। আরেক আয়োজক এনএফএলের নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস এক মরসুমে গড়ে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৬৩ হাজার ১৮ জন দর্শক আনতে পেরেছিল গত বছর। আগামী ২৮ এপ্রিল রেভুলেশনের বিপক্ষে মেসির মায়ামির ম্যাচ দেখতে প্রায় ৬৫ হাজার দর্শক এলে আগের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে। এক মাস আগেই রেভুলেশন মায়ামি ম্যাচের জন্য ছাড়া সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেলেও মেসি সেই ম্যাচে আদৌ খেলবেন কি না, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে। রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মহাতারকা বর্তমানে চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন। হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে সেরে ওঠার প্রক্রিয়ায় থাকা মেসি মায়ামির হয়ে সর্বশেষ দুই ম্যাচ এবং জাতীয় দল আর্জেন্টিনার হয়ে এল সালভাদর ও কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারেননি। ভারতীয় সময় আগামী রবিবার ভোরে এমএলএসের ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। তবে মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো একটা সুখবর দিয়েছেন। মার্তিনো জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য এপ্রিলের শুরুর দিকে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকান ক্লাব মোন্তেরেইয়ের বিপক্ষে দুই লেগেই শতভাগ ফিট মেসিকে পাওয়া। মেসি যদি মোন্তেরেইয়ের বিপক্ষে খেলেন, তাহলে তিনি নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষেও খেলবেন ধারণা করাই যায়। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ঘন ঘন চোটে পড়ছেন মেসি। গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর প্রথমবার চোটে পড়েন। পরবর্তী সময়ে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনাল এবং এমএলএসের শেষ দিকের কয়েকটি ম্যাচ মিস করেছেন মেসি। সেই চোট ফিরে আসে প্রাক্-মরসুম সফরেও। চোটের কারণে হংকংয়ে প্রীতি ম্যাচে তাঁর না খেলা নিয়ে হয়েছে তোলপাড়। এখন লিগের শুরুতেও চোট ভোগাচ্ছে মেসিকে ভুগছে তাঁর ক্লাবও। তাঁকে ছাড়া সর্বশেষ ম্যাচে নিউইয়র্ক রেড বুলসের কাছে ৪-০ গোলে হেরে গেছে মায়ামি এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষস্থান থেকে নেমে গেছে দুইয়ে।

# দি মারিয়ার পরিবারের সদস্যকে মেরে ফেলার হুমকিদাতারা গ্রেপ্তার

**রোজারিও, ২৮ মার্চঃ** আনহেল দি মারিয়ার পরিবারের সদস্যকে মেরে ফেলার হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার করেছে আর্জেন্টিনার ফেডারেল পুলিশ এবং তদন্ত ও অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট পিডিআই। কয়েক দিন আগে নিজের জন্মশহর রোজারিওতে দুর্বৃত্তদের হুমকি পান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই উইঙ্গার। বার্তা সংস্থা রয়টার্স আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, দি মারিয়া রোজারিওতে ফিরলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। ৩৬ বছর বয়সী দি মারিয়া খেলছেন পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায়। গত সপ্তাহে দি মারিয়া জানিয়েছিলেন, শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে খেলেই ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান। সেই ঘোষণার পরই হুমকি পান দি মারিয়া। মাদকসংক্রান্ত সহিংসতার জন্য কুখ্যাতি আছে সান্তা ফে প্রদেশের শহর রোজারিওর। এই শহরেরই নিরাপত্তাবেষ্টিত আবাসিক এলাকায় দি মারিয়ার বাড়ি। সেখানেই সোমবার ভোরে হুমকিসংবলিত কাগজ ছুড়ে ফেলে যায় কজন অচেনা ব্যক্তি। একটি ধূসর গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলা সেই কাগজে দি মারিয়ার পরিবারের উদ্দেশে লেখা ছিল, আর্জেন্টাইন তারকা যদি শহরে ফেরেন, তাহলে প্রাদেশিক গভর্নর মাক্সিমিলিয়ানো পুয়ারোও দি মারিয়াদের নিরাপদে রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না। আর্জেন্টিনার জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী পাত্রিসিয়া বুলরিখ জানিয়েছেন, এই হুমকি দেওয়ার মূল হোতার নাম পাবলো আকোস্তো। মাদক

চোরাচালানের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। হুমকি দেওয়ায় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন সারা বেলেন গুতিরেজ ও গ্যাব্রিয়েল ইসমায়েল পান্তোরে। পাবলো আকোস্তো হুমকি দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, নিজ নিজ বাসা থেকে পালানোর সময় এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সান্তা ফে প্রদেশের দুই সরকারি কৌঁসুলি হাভিয়ের আরজুবি ও পাবলো সোক্কা এই অভিযানে জোরদার ভূমিকা পালন করেন। টিওয়াইসি স্পোর্টস আরও জানিয়েছে, গত ২৫ মার্চ সোমবার রাত আড়াইটায় অপরাধীরা গাড়িতে করে ফুনেস হিলস মিরাফ্লোরেস কান্ট্রি হাউসের সামনে হুমকিবার্তা ফেলে রেখে যান। দি মারিয়া আর্জেন্টিনায় ফিরলে সেখানেই থাকেন। দি মারিয়ার বাবার প্রতি লেখা হুমকিবার্তায় যা লেখা ছিল, সেটা প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনার নিউজ পোর্টাল ইনফোবে, ‘‘তোমাদের ছেলে আনহেলকে বলো রোজারিওতে না ফিরতে। যদি ফেরে, তোমাদের পরিবারের যেকোনো একজন সদস্যকে আমরা খুন করব। পুয়ারোও তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা শুধু কাগুজে বার্তাই ফেলে যাই না, আমরা বুলেট আর লাশও ফেলে যাই।’’ তখন ওই অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, গাড়িটি দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চারবার গুলির আওয়াজ তাঁরা শুনেছেন। ধূসর রঙের রেনাল্ট মডেলের সেই গাড়ি পরে সান্তা ফে পুলিশ রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম লা কাপিতালকে বুলরিখ বলেছেন, ‘‘আমরা মনে করি সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলার সঙ্গে এটার (হুমকি) সম্পর্ক আছে। কারণ তিনি (দি মারিয়া) বলেছেন, রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে আবারও খেলতে চান।’’ রোজারিওতে রোজারিও সেন্ট্রাল ক্লাবের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নিওয়েলস ওল্ড বয়েজ। দি মারিয়ার সঙ্গে বেনফিকার চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে এ বছরের ৩০ জুন। যুক্তরাষ্ট্রে কোপা আমেরিকা শুরু হয়ে যাবে এর আগেই, ২০ জুন। টুর্নামেন্টটি খেলে দি মারিয়া আর্জেন্টিনায় ফিরবেন কি না, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com